আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মুখপত্র

সুন্নী জাগরণ

ত্রৈমাসিক পত্রিকা

নবম সংখ্যা , এপ্রিল ২০১৪

pdf By Syed Mostafa Sakib

সম্পাদক

মুফতীয়ে আ'যমে বাঙ্গাল শায়েখ গোলাম ছামদানী রেজবী

প্রকাশনায়

রেজা দারুল ইফতা সোসাইটি

৭৮৬
৯২

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মুখপত্র

ত্রৈমাসিক পত্রিকা

সুন্নী জাগরণ

নবম সংখ্যা, এপ্রিল - ২০১৪

-ঃ উপদেষ্টা পরিষদ ঃ-

সাইয়েদ মাসউদুর রহমান সাহেব - হাওড়া
মুফতী মোখতার আহমাদ সাহেব - কাজী কোলকাতা
মাওলানা শাহিদুল ক্বাদেরী - চেয়ারম্যান ইমাম আহমাদ রেজা সোসাইটি, কোলকাতা
মুফতী নূর আলম রেজবী - কোলকাতা নাখোদা মসজিদের ইমাম
শায়খুল হাদীস মোমতাজুদ্দীন হাবিবী - রাজমহল
শায়খুল হাদীস মুজাহিদুল ক্বাদেরী - গাড়ীঘাট মাদ্রাসা
মুফতী অয়েজুল হক হাবিবী - রাজমহল
মুফতী আশরাফ রেজা নাঈমী - রাজমহল
শায়খুল হাদীস মাকবূল আহমাদ ক্বাদেরী - দক্ষিণ ২৪ পরগনা

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
১। নকশায় ওহাবীদের চিনিয়া নিন	২
২। নামাজের মৌখিক নিয়াত মুস্তাহাব	৩
৩। প্রশ্নোত্তরে জাকির নায়েক	৪
৪। এক নজরে দশ নাম্বার	৫
৫। প্রজাতন্ত্র দিবসের পতাকা	৭
৬। কয়েকটি দেওবন্দী পুস্তকের অপারেশন	৮
৭। দেওবন্দীদের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হইবেন না	১২
৮। সিহা সিত্তা সম্পর্কে প্রশ্নোত্তর	১৪
৯। ইমামের পশ্চাতে কেরাত পাঠ	১৫
১০। আপনি আহলে হাদীস?	১৭
১১। ফতওয়া বিভাগ	১৭
১২। রেজা দারুল ইফতা সোসাইটি	২৪

-ঃ সম্পাদক ঃ-

মুফতীয়ে আ'যমে বাঙ্গাল
শায়েখ গোলাম ছামদানী রেজবী

ইসলামপুর কলেজ রোড, মুর্শিদাবাদ
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, মোবাইল নং - ৯৭৩২৭০৪৩৩৮
Website - www.sunnijagaran.wordpress.com

pdf By Syed Mostafa Sakib

নকশায় ওহাবীদের চিনিয়া নিন

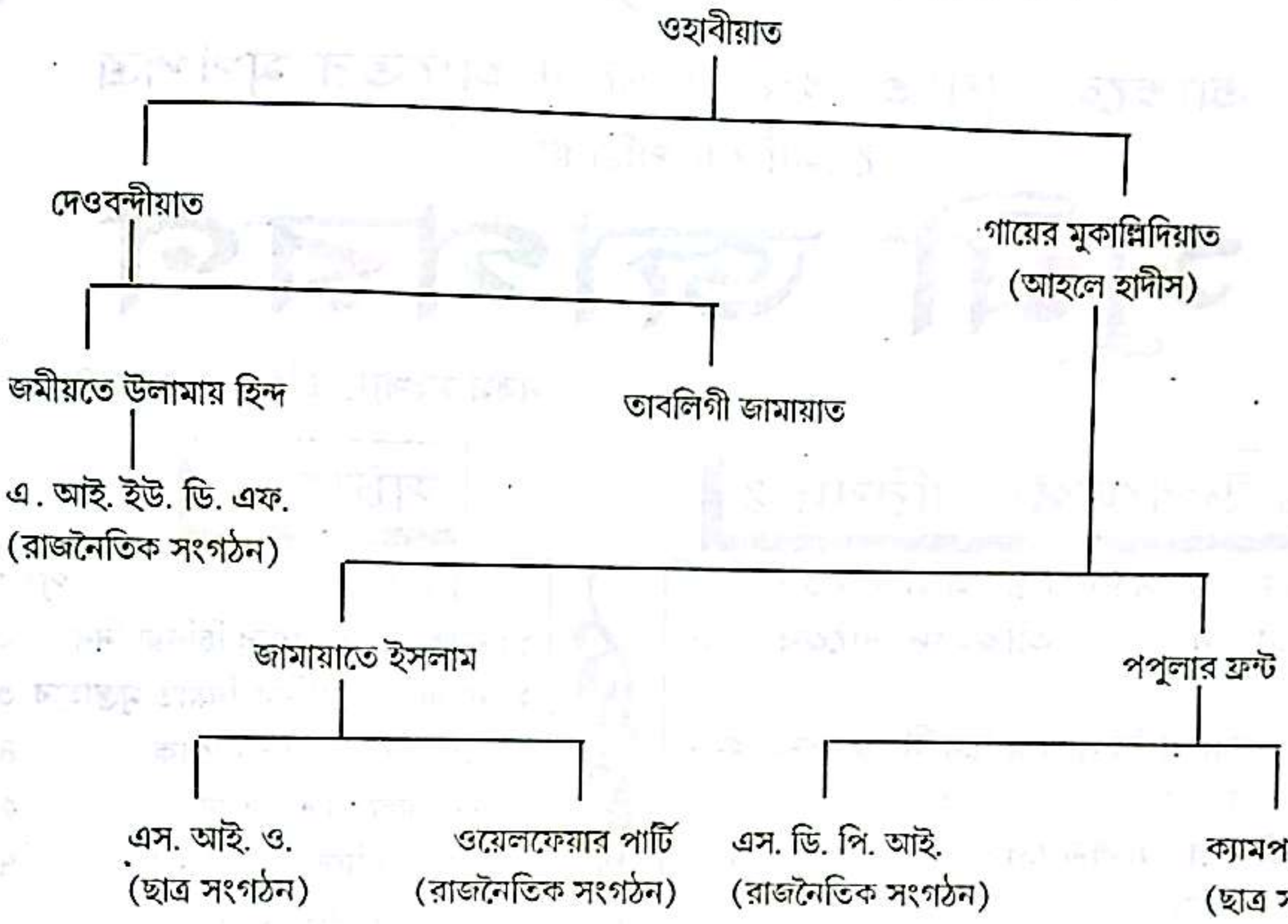

ওহাবীদের কার্যকলাপে ইতিহাসের কলম কাঁদিতেছে। এই সেই অভিশপ্ত সম্প্রদায়, যাহারা আমেরিকার সাহায্য নিয়া নবী খান্দানের নিকট থেকে কাড়িয়া নিয়াছে আরব শরীফের রাজ শক্তিকে। পবিত্র মক্কা ও মদীনা শরীফের পবিত্রতা নষ্ট করিয়াছে। যে পবিত্র ভূমিগুলিতে মানুষ বেপরওয়া হইয়া পা ফেলিতে ভয় করিয়া থাকে, সেই পবিত্র ভূমিগুলির উপরে তাহারা বর্বরের মতো এমন কাজ করিয়াছে তাহা ইতিহাস কিয়ামতের সকাল পর্যন্ত ভুলিবে না। লুট চিন্তাই, নারী নির্যাতন থেকে আরম্ভ করিয়া হাজার হাজার হত্যাকাণ্ড করিয়াছে। বর্বরদের যাহা কাজ তাহা কিছু বাকী রাখে নাই। আরবের রাজ ক্ষমতা দখল করাই ছিল ওহাবীদের আসল উদ্দেশ্য। অতঃপর ইহারা শির্ক ও বিদয়াতের বাহানায় হিজায মুকাদ্দাসের বহু মসজিদ ও মাজারগুলি ভাঙিয়া দিয়াছে। আজ হাজার হাজার হাজীগণ ইহার সাক্ষী হইয়া রহিয়াছেন যে, জান্নাতুল বাকী আজ সমতল। কোথায় হজরত উসমান গনী রাদী আল্লাহু আনহুর রওজা পাক, কোথায় ইমাম মালিকের মাজার? ইহারা এমন বেদ্বীনের বেদ্বীন যে, কেবল অনিচ্ছায় নবী পাকের নাম নিয়া থাকে। নবীর নিকটে কোন ফরীয়াদ করা শির্ক বলিয়া থাকে। নবীর অসীলা দিয়া দোয়া চাওয়াও শির্ক বলিয়া থাকে। নবী পাকের পবিত্র শান সম্পর্কে তাহাদের ধারণা এইরূপ যে, হাতের লাঠি কুকুর মারিবার কাজে আসিয়া থাকে কিন্তু নবীর দ্বারায় ইহাও হইয়া থাকে না - লা হাউলা অলা কূওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ, হাজার হাজার বার নাউজু বিল্লাহ! মুসলমান! ঈমান শর্তে বলুন, ইহারা কি মুসলমান?

আজ ইহাদের উপরে এমন খোদায়ী মার পড়িয়াছে যে, নবীর নিকটে সাহায্য চাওয়া শির্ক হইবার ভয়ে আমেরিকার কাছে সাহায্য চাহিতেছে। চল্লিশ হাজার শুকরখোর আমেরিকান সৈন্যকে পবিত্র আরব শরীফে রাখিয়া তাহাদের আহারের জন্য শুকর ও পানের মদ এবং মাতলামির মেয়ে লোক দিয়া সেবা করিয়া চলিয়াছে। ইহা কি খোদায়ী মার নয়!

pdf By Syed Mostafa Sakib

নকশায় যাহাদের দেখিতেছেন, ইহারা প্রত্যেকেই ওহাবীদের রিয়ালখোর। ইহারা যথা সময়ে এখানেও সেখানকার ন্যায় বর্বরতা শুরু করিবে। যেমন একদিন জ্বলিয়া ছিল মক্কা ও মদীনাবাসী সুন্নী মুসলমান, তেমন এখানেও একদিন জ্বলিবে সুন্নী মুসলমান। তাবলিগী জামায়াতের মাধ্যমে জমীনকে সমতল করা হইতেছে এবং জামায়াতে ইসলাম হাতে লইতেছে হাতুড়ি। শির্ক ও বিদয়াতের বাহানায় অরাজকতা আরম্ভ করিবে। দিন আর বেশি বাকী নাই। বাংলাদেশ তো বেশি দূরে নয়। সকাল সন্ধ্যায় তো দেখিতে পাইতেছেন আগুনের আজব লীলা। এই লীলা খেলার পিছনে কাহারা? সংবাদ পত্রের সহিত নকশায় কাহাদের নাম মিলিয়া যাইতেছে? ইহার পরেও যদি বুঝিতে বিলম্ব করিয়া থাকেন, তবে জানিবেন যে, আপনাদের উপরে সর্বনাশ আসিতে বিলম্ব হইবে না।

নামাজে মৌখিক নিয়াত মুস্তাহাব

নিয়াত বলা হয় আন্তরিক ইরাদাহ বা ইচ্ছাকে। প্রতিটি কাজ কবূল হইবার জন্য নিয়াত থাকা একান্ত প্রয়োজন। হাদীস পাকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম নিয়াতের উপরে গুরুত্ব দিয়া বলিয়াছেন - সমস্ত আমলের ভিত হইল নিয়াত। এই হাদীস বোখারী মোসলেম থেকে আরম্ভ করিয়া অনেক হাদীসের কিতাবে রহিয়াছে। সূতরাং নামাজে নিয়াত করা একটি জরুরী বিষয়। অবশ্য প্রকৃত নিয়াত হইল আন্তরিক নিয়াত। উলামায় ইসলাম আন্তরিক নিয়াতকে ফরজ বলিয়াছেন। এই নিয়াত না থাকিলে নামাজ হইবে না। এখন মৌখিক নিয়াত সম্পর্কে আলোচনা। এই নিয়াতে মানুষ যুগ যুগ থেকে অভ্যস্ত হইয়া রহিয়াছে। প্রতিটি মানুষ প্রত্যেক নামাজের মৌখিক নিয়াত করিয়া থাকে। এই মৌখিক নিয়াত নাজায়েজ নয় যদিও হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম কিংবা সাহাবায় কিরামদিগের যুগে এই মৌখিক নিয়াতের প্রচলন ছিল না। পরবর্তীকালে বড় বড় ইমামগনের দ্বারায় এই নিয়াতের প্রচলন হইয়াছে। অবশ্য এই মৌখিক নিয়াতের পিছনে ইমামগনের সামনে হাদীসের সূত্র রহিয়াছে। যেমন ইমাম মুনযিরী তারগীবের মধ্যে হজরত আনাস রাদী আল্লাহু আনহুর থেকে বর্ণনা করিয়াছেন - হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন - কোন ব্যক্তি মুমিন হইতে পারে না, যতক্ষণ তাহার দিল তাহার জবানের সহিত এক না হইয়া থাকে এবং তাহার জবান তাহার দিলের সহিত এক না হইয়া থাকে। এই হাদীস থেকে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, মৌখিক নিয়াত করিলে দিল ও জবান এক হইয়া থাকে। অতএব, এই নিয়াতকে বিদয়াত বলিয়া উঠাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করা গোমরাহী হইবে। উলামায় ইসলাম মৌখিক নিয়াতকে মুস্তাহাব বলিয়াছেন। হানাফী মাযহাবে এক রকম সমস্ত কিতাবে মৌখিক নিয়াতকে মুস্তাহাব বলা হইয়াছে। এই নিয়াতকে একান্তই যদি বিদয়াত বলা হইয়া থাকে, তাহা হইলে বিদয়াতে হাসানাহ বলিতে হইবে। কারণ, বিদয়াতে সাইয়েয়াহ বা গোমরাহী পূর্ণ বিদয়াত যদি হইত, তাহা হইলে অবশ্যই আইম্মায়ে দ্বীন এই নিয়াত চালু করিতেন না। যেমন দুর্রে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, কাজীযান, হিদাইয়া, আলামগিরী, শরহে বিকাইয়া, কানজুদ্দাকায়েক ইত্যাদি। বর্তমান বিশ্বে কোন বেঈমান ছাড়া দ্বীনের এই আলেমগনের প্রতি কেহ বদ্ খেয়াল করিতে পারিবে না যে, এই সমস্ত জগত বিখ্যাত ইমাম ও আলেমগণ বিদয়াতে সাইয়েয়ার রেওয়াজ দিয়া গিয়াছেন। বর্তমানে ওহাবী সম্প্রদায় এই নিয়াতকে উঠাইয়া দেওয়ার জন্য ব্যাপক চেষ্টা করিয়া চলিয়াছে। হানাফীদের উচিত, ওহাবীদের কথায় কান না দিয়া প্রত্যেক শিশুকে সমস্ত নামাজের আরবী নিয়াতগুলি মুখস্ত করাইয়া দেওয়া। ইহাতে অদূর ভবিষ্যতে শিশুরা হানাফী হইয়া থাকিতে পারিবে, আরবী ভাষা ঘর ঘর হইয়া থাকিবে, বিশ্ব মুসলিমদের মধ্যে একটি জায়গায় একতা থাকিবে ইত্যাদি। অবিলম্বে আমার লেখা - 'নামাজের নিয়াত নামা' সংগ্রহ করিবেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রশ্নোত্তরে জাকির নায়েক

আব্দুল হাই, দরং - আসাম

(১) আপনার অনেকগুলি বই পুস্তক পাঠ করিয়াছি। এখন আপনার নিকট থেকে জাকির নায়েক সম্পর্কে কিছু বিষয়ে ক্লিয়ার হইতে চাহিতেছি। জাকির নায়েক কোথাকার মানুষ এবং তাহার শিক্ষাগত যোগ্যতা কী এবং তিনি কোন্ মাযহাবের মানুষ?

উত্তর ঃ- আমি যতটুকু জ্ঞাত রহিয়াছি, জাকির নায়েক মুম্বাই শহরের মানুষ। ১৯৬৫ সালে তাহার জন্ম। মুম্বাইয়ের খ্রিষ্টান মিশনারী স্কুল থেকে মেট্রিক পাশ করতঃ মুম্বাইয়ের হিন্দু পরিচালিত কৃষ্ণচন্দ্র চলের 'রাম কলেজ' থেকে এফ. এস.সি. পাশ করিবার পরে মুম্বাইয়ের 'ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ' থেকে এম. বি. বি. এস. ডিগ্রী করেছে। কোন মাকতাব মাদ্রাসায় পড়া শোনা করে নাই। নায়েক সাহেব না কোন মাযহাবের মানুষ, না কোন তরীকার মানুষ। বরং গোমরাহ গায়ের মুকাল্লিদ লা মাযহাবী তথাকথিত আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের লোক।

(২) জাকির নায়েক কোরয়ান হাদীস কিভাবে বলিতেছেন এবং সেগুলি সঠিক বলিতেছেন কিনা?

উত্তর ঃ- নায়েক সাহেব শরীয়তের কোন আলেম নয়। আজকাল বাংলা ভাষায় যেমন ব্যাপক বই পুস্তক বাহির হইয়া গিয়াছে তেমন উর্দু ভাষায়ও ব্যাপক থেকে ব্যাপক বই পুস্তক বাহির হইয়া গিয়াছে। নায়েক সাহেব নিজে উর্দু ভাষী। উর্দু ভাষায় কোরয়ান হাদীস চর্চা করেছে। যাহা কিছু বলিতেছে সবই ভুল এমন কথা নয়, তবে আলেম না হইবার কারণে কোরয়ান হাদীসের উপরে বহু ভুল ব্যাখ্যা দিয়া চলিতেছে। বিশেষ করিয়া আকীদা ও মাযহাব সম্পর্কে যখন যাহা কিছু বলিতেছে তাহা প্রায় সবই ভুল বলিতেছে।

(৩) বর্তমানে টেলিভিশন ঘর ঘর থাকিবার কারণে শত শত মানুষ যাহারা আসলে হানাফী ও তরীকাত পন্থী তাহারা জাকির নায়েকের বক্তব্যে ও ভাষনে গোমরাহ হইয়া যাইতেছে। এখন মানুষকে ফিরাইবার ব্যবস্থা কি?

উত্তর ঃ- শুকনো পাতা গাছে কতদিন থাকিতে পারে! শুকনো পাতা যে কোন মুহূর্তে পড়িয়া যাইতে পারে। সামান্য ঝড়ে শুকনো পাতা গাছ থেকে পড়িয়া যায়। এই পাতা ধরিয়া রাখিবার কোন ব্যবস্থা নাই। আজ মুসলমানদের একটি বড় অংশ ইসলাম সম্পর্কে সচেতন নয়। এই শ্রেণীর মুসলমান খৃষ্টান ও কাদিয়ানী হইয়া যাইতেছে। অনুরূপ যাহারা নিজেদের মাযহাব ও তরীকা সম্পর্কে সচেতন নয় তাহারা জাকির নায়েকের ন্যায় একজন গোমরাহ লোকের কথায় গোমরাহ হইতেছে। এই স্থলে কাহারো কিছু করিবার নাই। কারণ, টেলিভিশনের পরদায় কথা বলিলে সঙ্গে সঙ্গে সারা দুনিয়া দেখিবে ও শুনিতে পাইবে। এখন আপনি ও আমি কাহাকে বুঝাইতে যাইবো! তবে প্রত্যেকেই আপাপন দায়িত্ব পালন করিয়া চলিলে পাশের মানুষজনকে সাইজ করা সম্ভব হইতে পারে। শেষ কথা হইল যে, যাহাদের ভাগ্যে গোমরাহী রহিয়াছে তাহারা কোন প্রকারে গোমরাহ হইয়া যাইবে।

(৪) জাকির নায়েক সম্পর্কে উলামায়ে কিরামদিগের প্রতিক্রিয়া কী?

উত্তর ঃ- প্রাথমিক পর্যায়ে উলামায় কিরাম জাকির নায়েক সম্পর্কে কেহ জ্ঞাত ছিলেন না। আস্তে আস্তে সাধারণ মানুষদের কাছ থেকে উলামায় কিরাম জাকির নায়েক সম্পর্কে অবগত হইয়াছেন যে, টি.ভি.র পরদায় একজন গোমরাহ প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু উলামায় কিরাম কোন গুরুত্ব দিয়া ছিলেন না। পরে যখন সাধারণ মানুষ ব্যাপক ভাবে গোমরাহীর দিকে দৌড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে তখন উলামায় কিরাম নায়েক সাহেব সম্পর্কে সঠিক তথ্য প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এখন ব্যাপক ভাবে উলামায়ে কিরাম জবানে ও কলমে প্রচার করিয়া চলিয়াছেন। এমনকি দেওবন্দীরা পর্যন্ত জাকির নায়েকের বিপক্ষে বলিতে ও লিখিতে আরম্ভ করিয়াছে। ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও বাহিরের অনেক দেশ থেকে উলামায় কিরাম নায়েক সাহেবকে গোমরাহ বলিয়া ফতওয়া দিয়াছেন। ফলে আগের তুলনায় হৈ চৈ অনেক কম হইয়া গিয়াছে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(৫) উলামায় কিরাম জাকির নায়েকের সহিত সরাসরি আলোচনা করিবার চিন্তা ভাবনা করিতেছে না কেন?

উত্তর ঃ- আমি তো প্রথমেই বলিয়া দিয়াছি যে, জাকির নায়েক কোন আলেম মানুষ নয়। সে আলেমদের সহিত বসিবার সাহস কোথা থেকে পাইবে! অনেক আলেম তাহাকে সরাসরি আলোচনায় বসিবার জন্য প্রস্তাব দিয়াছেন। কিন্তু সে ইহাতে কোন সময়ে রাজি নয়। সবচাইতে আশ্চর্য হইল জাকির নায়েকের ভক্তরাও চাহিয়া থাকে না যে, আলেমদের সহিত জাকির নায়েকের বসাইবার ব্যবস্থা করা হউক। ইহার একটি বাস্তব কথা বলিতেছি, মাত্র অল্প কিছুদিন পূর্বে ৮/১২/২০১৩ তারিখে পশ্চিম বাংলায় মুর্শিদাবাদ উমরপুরে জাকির নায়েকের আসিবার কথা ছিল। এলাকায়ী সুন্নী উলামায় কিরাম কর্তৃপক্ষের কাছে প্রস্তাব রাখিয়া ছিলেন যে, আমাদের সহিত জাকির নায়েক সাহেবের বসিয়া আলোচনা করিবার একটি ব্যবস্থা করিয়া দিন। কিন্তু তাহারা এই প্রস্তাবকে প্রত্যাখান করিয়া দিয়াছে। আমার কাছে বহু ফোন আসিয়াছে, আপনি নায়েক সাহেবের সহিত বসিতে পারিবেন? আমি তাহাদের সব সময়ে বলিয়াছি, নায়েক সাহেবের সহিত আমাদের বসাইবার কি আপনাদের সৎ সাহস রহিয়াছে? তখন তাহারা নীরব হইয়াছে। যাইহোক উক্ত তারিখে নায়েক সাহেবের আসা হয় নাই।

এক নজরে দশ নাম্বার

(১) ইমাম বোখারী হানাফী মাযহাবের মানুষ ছিলেন না। সব হাদীস বোখারীতে নাই। বোখারীতে যঈফ হাদীস রহিয়াছে। কথায় কথায় বোখারীর হাদীস চাওয়া গোমরাহ ওহাবীদের স্বভাব। ইমাম বোখারী আমাদের দেশের তথা কথিত আহলে হাদীস ওহাবী ছিলেন না। আমাদের দেশের নামধারী আহলে হাদীস সম্প্রদায় গোমরাহ বেদ্বীন।

(২) নামাজে কান পর্যন্ত হাত উঠাইয়া নাভীর নীচে হাত বাঁধিবেন। ইহাই হইল সুন্নাত, ইহাই হইল হাদীস মোতাবিক। অনুরূপ আমীন আস্তে বলা সুন্নাত ও হাদীস মোতাবিক। ইমামের পিছনে কিয়াত পাঠ করা কঠিন নাজায়েজ। কোরয়ান পাক ও হাদীস পাকের খেলাফ। নাভীর উপরে হাত বাঁধা, বার বার রাফয়ে ইয়াদাইন করা অর্থাৎ রুকুতে যাইবার আগে ও পরে তাকবীরে তাহরীমার ন্যায় হাত উঠানো সুন্নাতের খেলাফ। বর্তমানে এই হাদীসগুলির আমল বাতিল। এই বিষয়গুলি সম্পর্কে বিস্তারিত জানিবার জন্য 'সহীহুল বিহারী' পাঠ করিবার প্রয়োজন। সাধারণ মানুষের জন্য আমার লেখা - 'হাদীসের আলোকে হানাফী নামাজ' পাঠ করিতে হইবে।

(৩) ইল্মে ফিকাহ মানিয়া চলা ফরজ। অন্যথায় গোমরাহ হইতে হইবে। যেমন বর্তমানে ওহাবী সম্প্রদায় ইল্মে ফিকাহকে বাদ দিয়া চলিবার চেষ্টা করতঃ গোমরাহ হইয়া গিয়াছে। ফকীহগন কিয়ামতের সকাল পর্যন্ত কোরয়ান ও হাদীসের আলোকে সমস্ত প্রশ্নের জবাব ও সমস্ত সমস্যার সমাধান করিয়া দিবেন কিন্তু সাধারণ মানুষ তো দুরের কথা সাধারণ আলেমগণ সরা সরি কোরয়ান ও হাদীস থেকে না সমস্ত প্রশ্নের জবাব সংগ্রহ করিতে পারিবেন, না সমস্ত সমস্যা সমান করিতে পারিবেন।

(৪) খবরদার! কোন সুন্নী যেন নেট বা ছাকনী জাল টুপীটি মাথায় না দিয়া থাকেন। এই টুপীটি হইল ওহাবী দেওবন্দীদের আলামাত। কোন সুন্নী আলিম ও তালিবুল ইল্মদের মাথায় এই টুপী দেখিতে পাইবেন না। জাকির নায়েক থেকে আরম্ভ করিয়া দেওবন্দী আলেম ও তালিবুল ইল্মদের মাথায় দেখিতে পাইবেন। ফুরফুরা পন্থীরা নিজদিগকে দেওবন্দীদের থেকে পৃথক করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিলেও গোল টুপীর ধাঁধায় দেওবন্দীদের জালে মাথা গলাইয়া দিয়াছে।

(৫) কোন দেওবন্দী মৌলবীদের দ্বারায় কুলখানী, কোরয়ান খানী ও মীলাদ শরীফ করাইবেন না। কারণ, ইহারা এই জিনিসগুলির প্রতি বিশ্বাসী নয়। এই কাজগুলি বেঈমানের দল সমাজ থেকে উঠাইয়া দেওয়ার জন্য ব্যাস্ত হইয়া রহিয়াছে। বাস্তবে বহু এলাকা থেকে এই জিনিষগুলি উঠাইয়া দিয়াছে। তবু যে সমস্ত এলাকায় চালু রহিয়াছে সেই সমস্ত এলাকায় বোকা সুন্নীদের ডাকে আসিয়া মীলাদ কিয়াম, কুলখানী ও কোরয়ানী করিয়া দিয়া থাকে। এই

pdf By Syed Mostafa Sakib

সমস্ত কাজের জন্য কোন দেওবন্দী আলেম কিংবা তালিবুল ইল্মরা আসিলে আগে এই কাজগুলির স্বপক্ষে কোরয়ান ও হাদীস থেকে দলীল নিয়া তবেই কাজ শুরু করিতে দিবেন। অন্যথায় সমস্ত ব্যয় বেকার হইয়া যাইবে। ফুরফুরা পন্থী মৌলবীদেরও ছাড়িবেন না। ইহারা বর্তমানে পুরাপুরিভাবে দেওবন্দীদের গা ঘেঁসা হইয়া গিয়াছে। যেখানে যেমন সেখানে তেমন।

(৬) একটি জরুরী কথা মনে রাখিবেন, যাহারা ইমাম আহমাদ রেজা খান বেরেলবীকে বিদয়াতী বলিয়া থাকে কিংবা বৃটিশের দালাল বলিয়া থাকে অথবা তাঁহার সম্পর্কে কোন প্রকার বিরূপ মন্তব্য করিয়া থাকে, তাহারা নিশ্চয় ইহুদী অথবা ওহাবী। ইমাম আহমাদ রেজা খান বেরেলবীর সম্পর্কে জানিবার চেষ্টা করুণ। তিনি ছিলেন যুগের মুজাদ্দিদ। তাঁহার জন্ম ১৮৫৬ সালে এবং ইন্তেকাল ১৯২১ সালে। তিনি কমবেশি এক হাজার খানা দ্বীনী কিতাব লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি মাযহাবের দিক দিয়া ছিলেন হানাফী এবং তরীকার দিক দিয়া তিনি কাদেরী। তিনি হানাফী মাযহাবকে অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত করিয়া গিয়াছেন। আজো অখণ্ড ভারতে তাঁহারই অনুগতদের সংখ্যা সব চাইতে বেশি। তাঁহারই অনুগতদিগকে বলা হইয়া থাকে সুন্নী। তবে যেহেতু তাঁহার জন্মস্থান ও তাঁহার বাসস্থান হইল বেরেলী। এইজন্য আহলে সুন্নাতের অপর নাম হইল বেরেলবী। ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর সম্পর্কে জানিতে হইলে আমার লেখা দুই খানা বই পাঠ করিবেন - (ক) ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী (খ) এশিয়া মহাদেশের ইমাম।

(৭) বর্তমানে কথায় কথায় শির্ক ও বিদয়াত বলা ওহাবী দেওবন্দীদের রোগ হইয়া গিয়াছে। ইহাদের কোন কথায় কর্ণপাত করা সুন্নী মুসলমানদের উচিত হইবে না। সব সময়ে জানিয়া রাখিতে হইবে যে, শির্ক তিন প্রকার - আল্লাহর জাত বা সত্তায় শির্ক। যথা - কাহারো সরাসরি আল্লাহ বা খোদা বলিয়া দেওয়া। আল্লাহর সিফাতে খালেকীয়াতে শির্ক। যথা - কোন বান্দাকে সৃষ্টি কর্তা বলা। আল্লাহর ইবাদাতে শির্ক। যথা - কাহারো জন্য ইবাদাত করা। আল হামদু লিল্লাহ, কোন সুন্নী মুসলমান আল্লাহ ছাড়া না কাহারো আল্লাহ বলিয়া থাকে, না কাহারো খালেক বা সৃষ্টিকর্তা বলিয়া থাকে, না কাহারো ইবাদাত করিয়া থাকে।

বিদয়াত বলা হইয়া থাকে সেই নতুন জিনিষ কে, যাহা হুজুর পাকের পবিত্র জামানায় ছিল না এবং পরবর্তীকালে প্রকাশ পাইয়াছে এবং তাহা দ্বারা হুজুর পাকের সুন্নাত মুর্দা হইয়া থাকে। এই রকম বিদয়াতকে বিদয়াতে সাইয়েয়াহ বলা হইয়া থাকে। যেমন আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় জুময়ার খুতবাহ দান করা। আর এক প্রকারের বিদয়াত রহিয়াছে যাহাকে বলা হইয়া থাকে বিদয়াতে হাসানাহ। এই বিদয়াত ছাড়া দুনিয়া নাই। এই বিদয়াতে ইসলামের কোন ক্ষতি নাই। যেমন দ্বীন প্রচারের জন্য বর্তমানে বহু নতুন নতুন ব্যবস্থাপনা বাহির হইয়াছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত বাহির হইতে থাকিবে।

(৮) খুব সাবধান হইয়া বই পুস্তক ক্রয় না করিলে বিপদ কেনা হইবে। কেবল ওহাবী দেওবন্দীদের বই হাতে আসিবে না, বরং খৃষ্টান ও কাদিয়ানীদের বই বাড়িতে চলিয়া আসিবে। ফলে আপনি খৃষ্টান ও কাদিয়ানীদের হইয়া লড়াই করিবেন। বাজারে বই পুস্তকের তো অভাব নাই কিন্তু কোন্ বই কিনিবেন! যেহেতু আপনি একজন সুন্নী মুসলমান। এই কারণে একমাত্র সুন্নীদের লেখা বই পুস্তক ছাড়া কাহারো বই হাতে নেওয়া চলিবে না। প্রথমে লেখককে যাঁচাই করিবেন যে, লেখক হানাফী মাযহাবের মানুষ কিনা, লেখক কোন্ তরীকার মানুষ, লেখকের কোন মুর্শিদ আছে কিনা ইত্যাদি। যদি লেখককে চিনিতে না পারা যায়, তাহা হইলে বই পুস্তকে অবশ্য হাত দিবেন না। আর যদি চিনিতে পারা যায় যে, লেখক ওহাবী দেওবন্দী কিংবা তাবলিগী অথবা মাওদুদী কিংবা ফারাজী বা কাদিয়ানী ইত্যাদি তাহা হইলে 'লা হাওলা অলা কূওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' পাঠ করিয়া মুখ ঘুরাইয়া নিবেন। অন্যথায় বিপদ আর বিপদ!

(৯) 'মোসনাদে ইমাম আ'যম' এই কিতাবখানার মধ্যে ইমাম আবু হানীফার থেকে বর্ণিত পাঁচশত তেইশটি হাদীস রহিয়াছে। কিতাবখানা বাংলায় অনুবাদ হইয়া গিয়াছে। এই কিতাবখানা হানাফীদের ঘরে ঘরে থাকিবার একান্ত প্রয়োজন। ২০১৪ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত কোন সুন্নী তালিবুল ইল্ম যদি পাঁচশত তেইটি হাদীস সনদ সহ মুখস্ত শোনাইয়া দিতে পারে, তাহা হইলে তাহাকে পাঁচ হাজার এক টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে এবং তাহার নাম ধাম পত্রিকায় প্রকাশ করা হইবে। অনুরূপ আর একটি কিতাব

pdf By Syed Mostafa Sakib

'মোসনাদে ইমাম আবু হানীফা' ইহার মধ্যে রহিয়াছে একশত চারটি হাদীস। এই হাদীসগুলি সনদ সহ শোনাইয়া দিতে পারিলে তাহাকে এক হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে এবং পত্রিকায় নাম ধাম দেওয়া হইবে।

আল হামদু লিল্লাহ, জুময়ার সুন্নী খুতবাহ বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই খুতবাহটি প্রতিটি মসজিদে রাখিবার প্রয়োজন। এই খুতবার মধ্যে আহলে সুন্নাতের আকীদাহগুলি বর্ণনা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। মোট চৌতিরিশটি খুতবাহ। ধারাবাহিক প্রত্যেকটির অনুবাদ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

আমার যে সমস্ত সুন্নী ভায়েরা হজ কিংবা উমরাহ করিতে যাইবেন তাহারা যেন আমার লেখা - 'মক্কা ও মদীনার মুসাফির' পুস্তকটি অবশ্যই সংগ্রহ করিয়া থাকেন। আমার লেখা সমস্ত বই পুস্তকের একটি সেট সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিবেন।

(১০) বাতিলের হাত থেকে নিজেদের মসজিদ ও মহল্লাকে হিফাজত করিবার সবচাইতে বড় হাতিয়ার হইল কিয়াম। প্রতিটি মসজিদে সকাল সন্ধ্যায় মাইক খুলিয়া দিয়া কিয়াম চালু করিয়া দিন। ইহাতে আপনাদের মসজিদ বাতিলের হাত থেকে নিরাপদ হইয়া যাইবে। এই কিয়ামের বদৌলাতে সুন্নীদের হাজার হাজার মসজিদ সুন্নীদের রহিয়া গিয়াছে। ফুরফুরা পন্থীরা এই কিয়ামের বিরোধীতা করিবার কারণে তাহাদের মসজিদগুলি দিনের পর দিন হাত ছাড়া হইয়া তাবলিগী জামায়াতের ও জামায়াতে ইসলামীদের দখলে চলিয়া যাইতেছে।

শীয়া থেকে সাবধান

শীয়া সম্প্রদায়ের একটি অংশ আদৌ মুসলমান নয়। ইহারা হজরত মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে শেষ নবী বলিয়া মানে না। ইহারা বলিয়া থাকে হজরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম ভুল করিয়া হজরত আলীর নবুওয়াতকে হজরত মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের নিকটে আনিয়াছেন। ইহাদের আরো একটি ধারণা যে, হুজুর পাকের পরে হজরত জিবরাঈল হজরত ফাতিমার কাছে চার মাস ওহী আনিয়া ছিলেন। এই ওহীর সমষ্টিকে 'মাসহাফে ফাতিমী' বলা হয়। যাইহোক, পশ্চিম বাংলায় একদল শীয়া মুনাফিক সাজিয়া ধীরে ধীরে সুন্নীদের মধ্যে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতেছে। এই বেঈমানেরা মুখেতে খুব আলে বায়েত আলে বায়েত করিয়া থাকে এবং হজরত মুয়াবিয়া রাদী আল্লাহু আনহুকে (নাউজু বিল্লাহ) কাফের বলিয়া থাকে। ইহারা নিজেরা কাফের কোন সন্দেহ নাই। ইহাদের হাতে মুরীদ হওয়া হারাম। ভুল বশতঃ যাহারা ইহাদের হাতে মুরীদ হইয়াছে তাহাদের অবিলম্বে তওবা করতঃ কোন খাঁটি সুন্নী পীরের হাতে বায়েত গ্রহন করা জরুরী। অন্যথায় বেঈমান হইয়া কবরে ঢুকিতে হইবে। বর্তমানে ইহাদের মেন ঘাঁটি হইল মেদিনীপুর। ইহারা মানুষকে প্ররচনা দিয়া ঢোল ডাংকা, রঙ তামাশা ও মদে মাতলামীর মাধ্যমে মুহার্রমের মাতম করাইয়া থাকে। শয়তানের দল কিছু বিজ্ঞান ভিত্তিক কৌশলে ও যাদুর মাধ্যমে আগুনের উপরে হাঁটিয়া কারামাত দেখাইয়া থাকে। সুতরাং ইহাদের থেকে ঈমান বাঁচাইবার জন্য খুব সাবধান থাকিবার প্রয়োজন।

প্রজাতন্ত্র দিবসের পতাকা

ভারত আমাদের সবার দেশ। আমরা যত জাতি এখানে বসবাস করিয়া থাকি সবাই স্বধর্ম পালন করিতে স্বাধীন। ভারতের পতাকা হইল আমাদের সবার পতাকা। এই পতাকাকে সবাই শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। তবুও প্রত্যেক পার্টির পৃথক পৃথক পতাকা রহিয়াছে। প্রত্যেক জাতির পৃথক পৃথক পতাকা রহিয়াছে। ইহাতে কাহারো কোন প্রকার আপত্তি থাকিতে পারে না। গতকাল ছিল ২৬শে জানুয়ারী প্রজাতন্ত্র দিবস। আমি এক সফরে যাইবার সময়ে দেখিতে পাইলাম যে, বহরমপুর ব্রীজ পার হইয়া দেওবন্দীদের মাদ্রাসা কাসেমুল উলূমের ছাদের উপরে উড়িতেছে প্রজাতন্ত্র দিবসের পতাকা। এই পতাকার উপরে আমার কোন প্রকার প্রশ্ন নাই। আমার প্রশ্ন হইল এই জায়গায় যে, বারোই রবীউল

pdf By Syed Mostafa Sakib

আওয়ালের পতাকাকে দেওবন্দীরা বিদয়াত বলিয়া বেড়াইতেছে কেন? এক পার্টি অন্য পার্টির পতাকাকে পছন্দ করিয়া থাকে না। কিন্তু দেশের জাতীয় পতাকাকে সবাই সম্মান দিতে বাধ্য। যাহারা জাতীয় পতাকার বিপক্ষে তাহারা হইল দেশদ্রোহী। বিশ্ব মুসলিমদের জাতীয় পতাকা হইল বারোই রবীউল আওয়ালের পতাকা। এই পতাকার বিরোধীতা করা কি মুসলমানের কাজ? সুন্নী মুসলমান! ওহাবী দেওবন্দীদের কথায় দিবেন কান। বারোই রবীউল আওয়ালের পতাকা যেমন তুলিয়া যাইতেছেন তেমনই তুলিয়া যান।

পাক পাঞ্জাতন ইসলামিক লাইব্রেরী

ভরতপুর, মুর্শিদাবাদ

গত ১/১২/২০১৩ রবিবার তরুণ যুবকদের উদ্যোগে উদ্বোধন হইয়া গিয়াছে পাক পাঞ্জাতন ইসলামি লাইব্রেরী। উদ্বোধনী সভায় উপস্থিত ছিলেন এলাকায়ী অনেক আলেম। তন্মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য হইলেন কুলি আঞ্জুমানের সেক্রেটারী হজরত মাওলানা আব্দুল মাতীন রেজবী সাহেব কিবলা, হজরত মাওলানা ফিরোজ আলাম রেজবী সাহেব কিবলা ও মাওলানা আব্দুস সালাম রেজবী সাহেব। আর বহিরাগতদের মধ্যে ছিলাম আমি ও আমার স্নেহের মুফতী ফজলুর রহমান মিসবাহী সাহেব, মালদহ। উদ্বোধনী সভায় ব্যাপক তরুণ যুবক উপস্থিত ছিল, যাহা দেখিয়া আমরা সবাই যারপরনয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। উলামায় কিরাম প্রত্যেকেই আপাপন বক্তৃতার মাধ্যমে তরুণ যুবকদের ইসলামিক লাইব্রেরীর মাধ্যমে ইসলামিক বই পুস্তক পড়িবার প্রেরণা প্রদান করিয়াছেন। বর্তমানে এই ধরণের লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করিবার খুবই প্রয়োজন। হে আমার সুন্নী তরুণ যুবকগণ! তোমাদের কাছে আমার আন্তরিক আবেদন যে, অবৈধ খেলাধূলায় অমূল্য সময়কে ব্যয় না করিয়া মাযহাবী বই পুস্তক পাঠ করতঃ ইসলামী জীবন গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিবে। লাইব্রেবীর মুখ্য ভুমিকায় রহিয়াছেন সাইয়েদ মাসীহ ও মোবারক হোসেন প্রমুখ।

কয়েকটি দেওবন্দী পুস্তকের অপারেশন

আশরাফ আলী থানুবী, রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী, খলীল আহমাদ আম্বেহাঠী ও কাসেম নানুতুবী প্রমুখ কয়েকজন দেওবন্দী আলেমকে উলামায় ইসলাম শরীয়তের বিধান অনুযায়ী কাফের বলিয়া ফতওয়া দিয়াছেন। কারণ, এই আলেমগণ নিজ নিজ কিতাবে কিছু ইসলাম বিরোধী কথা প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন। উলামায় ইসলামের প্রতিবাদ সত্ত্বেও না তাহারা তওবা করিয়াছেন, না আপত্তিকর উক্তিগুলি নিজেদের কিতাবগুলি থেকে ছাঁটিয়া দিয়াছেন। নিজেদের আলেমগনের কুফরী ঢাকিবার জন্য আজ তাবলিগী জামায়াত ভিজা বিড়াল সাজিয়াছে এবং দেওবন্দী আলেমগণ আসল কথা বাদ দিয়া কিছু ঠুংকো কথা, আবার কিছু মুস্তাহাব বিষয় এবং কিছু এমন কথা সমাজের সামনে নতুন করিয়া শোনাইতে আরম্ভ করিয়াছেন যেগুলির সম্পর্কে উলামায় আহলে সুন্নাত একাধিকবার দাঁত ভাঙ্গা জবাব দিয়াছেন।

পশ্চিম বাংলায় দেওবন্দীদের পক্ষ নিয়া সর্ব প্রথম জোরালোভাবে কলম ধরিয়াছেন মেদিনীপুরের মাওলানা আজীজুল হক কাসেমী সাহেব। তিনি তাহার বই পুস্তকে ইমাম আহমাদ রেজা খান বেরেলবী রহমা তুল্লাহি আলাইহির সম্পর্কে সেই সমস্ত কথা লিখিয়াছেন যেগুলি তাহার উস্তাদগণ লিখিয়া সুন্নী উলামাদের নিকট থেকে উত্তর পাইয়া গিয়াছেন কিন্তু যেহেতু বাঙ্গালী মুসলমানেরা জ্ঞাত ছিল না, এই কারণে তিনি আবার সেই সমস্ত কথা নির্লজ্জের মত লিখিয়াছেন। যেমন আজীজুল হক কাসেমী সাহেব 'রক্তে রাঙা বালাকোট', 'হাজের নাজের প্রসঙ্গ' ইত্যাদি বই লিখিয়াছেন। আমি তাহার বইগুলির অভিযোগগুলিকে চুরমার করিয়া দিয়াছি। এখন তিনি নিজে একটু সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন এবং শয়তানের শিষ্য শামসুর রহমানকে খাড়া

pdf By Syed Mostafa Sakib

করিয়া দিয়াছেন। অথচ এই শামসুর রহমান সাহেব ইতিপূর্বে কয়েকটি পুস্তিকাতে আজীজুল হক কাসেমীর বই পুস্তক থেকে নকল করিয়া আ'লা হজরত ইমাম আহমাদ রেজা খান বেরেলবীর সম্পর্কে যে সমস্ত কথা লিখিয়াছেন সেগুলির সম্পর্কে আমি 'শয়তানের সেনাপতি' নাম দিয়া শামসুর রহমানকে নির্বাক করিয়া দিয়াছি। তবুও সেই পুরাতন কথাগুলি পুনরায় সাজাইয়া নতুন নাম দিয়া একটি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন - রেযবিয়্যাত - বেরেলবিয়্যাত। আমি তাহার বাড়ির কাছাকাছি কয়েক মাইলের ব্যবধানে থাকি কিন্তু বইটি সংগ্রহ করিতে বেশ বিলম্ব হইয়াছে। কারণ, লোক বাছিয়া বই বিক্রিয় হইতেছে। কারণ, যাহাতে আমার হাতে সহজে না পড়িয়া যায়। শেষ পর্যন্ত মাওলানা রফীকুল ইসলাম রেজবী এক দেওবন্দী লোকের মাধ্যমে বই সংগ্রহ করিয়া আমাকে দিয়াছে। বইটির সম্পর্কে যাহারা অভিমত দিয়াছেন তাহাদের মধ্যে প্রথম নাম্বারে রহিয়াছেন সেই আজীজুল হক কাসেমী মেদিনীপুরী ও দ্বিতীয় নাম্বারে রহিয়াছেন মেমারীর গোলাম আহমাদ মোর্তজা। পাঠকদের অবগতির জন্য বলিতেছি, আজীজুল হক কাসেমী ও গোলাম মোর্তজার বই পুস্তকের অবস্থা সম্পর্কে জানিতে হইলে আমার লেখা দুইটি বই অবশ্যই পাঠ করিবেন - বালাকোট খণ্ডনে এক কলম ও চেপে রাখা ইতিহাসের উপর এক কলম।

রেযবিয়্যাত - বেরেলবিয়্যাত

আমার প্রিয় পাঠক! রেযবিয়্যাত - বেরেলবিয়্যাত পুস্তকের সূচীপত্রগুলি একবার লক্ষ্য করুণ -

(১) প্রথম অধ্যায় - "কুফরী মেশিনগান।" এই অধ্যায়ে দেখানো হইয়াছে যে, ইমাম আহমাদ রেজা খান বেরেলবী সারা দুনিয়াকে কাফের বলিয়াছেন - লা হাউলা অলা কূওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ! ইহা একটি কতবড় শয়তানী কথা! শামসুর রহমানের পূর্বে আজীজুল হক কাসেমীও তাহার বইতে এই শয়তানী কথা লিখিয়া ছিলেন। আমি ইহার জবাবে আমার লেখা - 'বালাকোট খণ্ডনে এক কলম' বইতে প্রমাণ করিয়া দিয়াছি যে, ইহা ইমাম আহমাদ রেজা খান বেরেলবীর প্রতি একটি মিথ্যা অভিযোগ মাত্র। তিনি পৃথিবীতে একজন মুসলমানকে কাফের বলেন নাই। তিনি কেবল কয়েকজন এমন ব্যক্তিকে কাফের বলিয়াছেন যাহারা নিজেদের কুফরী কথাগুলির কারণে আসলে ইসলামী বিধান অনুযায়ী কাফের হইয়া গিয়াছেন। উক্ত পুস্তকে আরো দেখানো হইয়াছে যে, দেওবন্দী আলেমরা কাফের বলায় কেমন পটু।

দ্বিতীয় অধ্যায় ও তৃতীয় অধ্যায়ে বলা হইয়াছে, আহমাদ রেজা খান খোদা তায়ালার শানে বেয়াদবী করিয়াছেন এবং তিনি ছিলেন বিদয়াত আবিস্কারক। লা হাউলা অলা কূওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ! ইহা এক অতি শয়তানী কথা। ইমাম আহমাদ রেজা খান ছিলেন বিদয়াতের মুলোৎপাটনকারী। জগৎ যাঁহাকে মুজাদ্দিদ বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন তিনি কি কখনোই খোদা তায়ালার শানে বেয়াদবী করিতে পারেন? এ বিষয়ে জানিতে হইলে আমার লেখা - ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী ও ইমাম আহমাদ রেজা পত্রিকার চতুর্থ সংখ্যা দেখিতে হইবে। সেখানে তুলাধূনা করা রহিয়াছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে ইমাম আহমাদ রেজা খানকে শীয়া বলা হইয়াছে। লা হউলা অলা কূওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ! শামসুর রহমান এই কথা ইতিপূর্বে তাহার অন্য একটি পুস্তিকায় লিখিয়া ছিলেন। আমি ইহার জবাবে 'শয়তানের সেনাপতি' নাম দিয়া একটি বইতে বিস্তারিত ভাবে দেখাইয়া দিয়াছি যে, তিনি শীয়াদের বিপক্ষে বিশের বেশি কিতাব লিখিয়া শীয়াদের গোমরাহ প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। ইহার পরেও শামসুর রহমানের সেই একই কথা!

পঞ্চম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে, ইমাম আহমাদ রেজা খান ছিলেন একজন ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী। ইহাও একটি শয়তানী প্ররচনামূলক কথা। 'তাবলিগী জামায়াতের গুপ্ত রহস্য' নামক আমার লেখা পুস্তকটি পাঠ করিলে এই কথার অসরতা বুঝিতে পারিবেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে, কবরে আজান দেওয়া বিদয়াত। অথচ আমি এই বিষয়ে 'দাফনের পূর্বাপর' ও 'দাফনের পরে' বইগুলির মধ্যে কোরয়ান হাদীসের আলোকে, বিশেষ করিয়া হানাফী মাযহাবের কিতাব থেকে প্রমান করিয়া

pdf By Syed Mostafa Sakib

দিয়াছি। সেগুলির জবাব না দিয়া সেই পুরাতন কথা বিদয়াত!

সপ্তম অধ্যায়ে হুজূর পাকের নূর হওয়া ও তাঁহার ইল্মে গায়েব থাকা এবং তাহাকে হাজের নাজের বলা অবৈধ বলা হইয়াছে। অথচ ইতিপূর্বে এই বিষয়গুলির উপরে আমি স্ববিস্তারে আলোচনা করিয়া দিয়াছি আমার লেখা - মোহাম্মাদ নুরুল্লাহ ও বালাকোট খণ্ডনে এক কলম ইত্যাদি পুস্তকে। সেগুলির জবাব নাই আবার সেই পুরাতন কথাগুলি উৎথাপন!

অষ্টম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে, আহমাদ রেজা খান কোরয়ান পাকের মনগড়া অনুবাদ করিয়াছেন। এই মিথ্যা প্রচারটি বুঝিবার জন্য আমার লেখা বইটি অবশ্যই পাঠ করিতে হইবে - 'কোরয়ানের বিশুদ্ধ অনুবাদ কানযুল ঈমান'। ইহাতে দেখানো হইয়াছে, বর্তমানে যত অনুবাদ বাজারে বাহির হইয়াছে সেগুলির মধ্যে একমাত্র ইমাম আহমাদ রেজা খান বেরেলবীর অনুবাদ - 'কানযুল ঈমান' ছাড়া কোনটি নির্ভুল নয়।

নবম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে, সৌদী সরকারের পক্ষ থেকে বেরেলবীদের মক্কা মদীনায় প্রবেশ নিষিদ্ধ। বেরেলবী জানিতে পারিলে প্রথম অভ্যর্থনা হইবে পেটাই, তারপর জেলখানায় পাঠাইবে, তারপরে দেশে ফেরৎ দিবে। সেখানে বেরেলবীদের মুজাহিদে মিল্লাত হাবীবুর রহমানের এবং বেরেলবীদের আ'লা হজরত আহমাদ রেজা খানের ছেলে মাওলানা আখতার রেজা খানের চরম দুর্ভোগ হইয়া ছিল ইত্যাদি।

আমার সুন্নী পাঠক! সত্যিই ওহাবী বর্বরেরা আমাদের মুজাহিদে মিল্লাতকে এবং হুজুর তাজুশ শরীয়াহ আখতার রেজা খান আযহারীর সহিত বর্বরতা দেখাইয়া ছিল। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে হইলে আমার লেখা - "কে সেই মুজাহিদে মিল্লাত?" পাঠ করিবার প্রয়োজন। মোট কথা, আমার সমস্ত বই পুস্তকের একটি সেট যদি কাহার হাতে থাকে, তাহা হইলে বাঙ্গালী দেওবন্দীদের সমস্ত বই পুস্তকের জবাব পাইয়া যাইবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, আজীজুল হক কাসেমী ও শামসুর রহমান প্রমুখ দেওবন্দীদের বই পুস্তক যাহাদের হাতে পৌছিয়াছে তাহাদের সবার হাতে আমার বই পুস্তক পৌছায় নাই। এই কারণে বহু মানুষের মধ্যে সুন্নীদের সম্পর্কে ভুল ধারণা থাকিয়া যাওয়া স্বাভাবিক।

বহুকাল কাবা শরীফ কাফেরদের তত্ত্বাবধানে ছিল এবং কাবা শরীফের ভিতরে ছিল বহু অবৈধ উপাস্য। যথা সময়ে রব্বুল আ'লামীল আল্লাহ রহমা তুল্লিল আ'লামীন রসূলুল্লাহর মাধ্যমে কাফেরদের কাছ থেকে কাবাকে কাড়িয়া কাবাকে পবিত্র করিয়াছেন। আবার সেই কাবা কাফেরদের তত্ত্বাবধানে চলিয়া গিয়াছে। তবে সময় খুব বেশি বাকী নাই, আবার কাফেরদের কাছ থেকে কাবা পবিত্র হইবে। দেওবন্দী জগত যেন এই কথা খুব স্মরণ রাখিয়া থাকে। তবে কাবা শরীফ কাহার বাপের নয় যে, কেহ রেজবীদের সেখানে যাইতে বাধা দিতে পারে। শয়তানের শিষ্য শামসুর রহমানকে আর কি বা বলিব! এখন পর্যন্ত অখণ্ড ভারতে দেওবন্দী দানবদের তুলনায় বেরেলবীদের সংখ্যা বহু গুনে বেশি। প্রতি বৎসর হাজার হাজার বেরেলবী হজ ও যিয়ারতের জন্য পবিত্র মক্কা ও মদীনায় মুসাফির হইতেছেন। আল হামদু লিল্লাহ, আমি তিরিশ বৎসর পরে এখনো এক বৎসর হয় নাই ২০১৩ সালের এপ্রিল ও মে মাসে মক্কা মুকার্রমা ও মদীনা মুনাওয়ারার মুসাফির হইয়া ছিলাম। আমি ঈমান শর্তে বলিতেছি, আমি সেখানকার শায়েখদের কাছে কেবল হানাফী বলিয়া পরিচয় প্রদান করি নাই, বরং হানাফী বেরেলবী বলিয়া পরিচয় দিয়াছি। মদীনা শরীফের শায়েখদের কাছে একটি প্রশ্নপত্রে আমি লিখিতভাবে নিজেকে বেরেলবী বলিয়া পরিচয় দিয়াছি। আল হামদু লিল্লাহ! পরপর তিনদিন তাহারা আমাকে ঘন্টার পর ঘন্টা স্বসম্মানে সামনে বসাইয়া হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের ইল্মে গায়েব ও হাজের নাজের হওয়া সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। কেবল এইখানে শেষ নয়। বরং আমি আমার লেখা - 'মক্কা ও মদীনার মুসাফির' নামক পুস্তকটি তাহাদের হাতে দিয়া বলিয়াছি যে, ইহাতে আপনাদের গোমরাহ বলা হইয়াছে। শামসুর রহমান! আপনারা তো বেঈমান। তাই সবাইকে মনে করিয়া থাকেন সমান।

হায়! সেই দ্বীনের দরবেশ মুজাহিদে মিল্লাত আল্লামা হাবীবুর রহমান আলাইহির রহমাতু অর রিদওয়ান আর দুনিয়াতে নাই। তিনি আটবার হজ করিয়া ছিলেন। কোন সময়ে ওহাবী ইমামদের পশ্চাতে নামাজ পড়িয়া ছিলেন না। না মক্কা শরীফে, না মদীনা শরীফে। শেষ বারে ভারতীয় দেওবন্দীদের শয়তানীতে তাহার প্রতি আরব শরীফের

pdf By Syed Mostafa Sakib

বর্তমান বর্বর ওহাবীরা অত্যাচার করিয়াছেন। তাঁহাকে হজ করিতে দেওয়া হইয়া ছিল না। এই সময়ে হিন্দুস্তানের সারতাজ আল্লামা আরশাদুল কাদেরী রহমা তুল্লাহি আলাইহি লণ্ডন থেকে লিবিয়া যাইবার সময়ে সেখানকার আরবী দুতাবাসকে বলিয়া ছিলেন যে, আরব শরীফ কি আপনাদের হইয়া গিয়াছে? যদি ইহাই মনে করিয়া থাকেন তবে দুনিয়াকে জানাইয়া দিন। অন্যথায় সবাইকে শরীয়ত সম্মত স্বাধীনতা দিতে হইবে। দিল্লীতে আরব শরীফের দুতাবাসের নিকটে পঞ্চাশ হাজার সুন্নী মানুষ প্রতিবাদ জানাইয়া ছিলেন। পরের বৎসর সৌদী সরকার ক্ষমা চাহিয়াছিল এবং মুজাহিদে মিল্লাতকে স্বাধীনভাবে হজ করিবার জন্য ডাকিয়া নিয়াছিল। হুজূর মুজাহিদে মিল্লাত চল্লিশজন আলেমকে সঙ্গে নিয়া মহা শান শওকাতের সহিত হজ করিয়া আসিয়া ছিলেন। শয়তান শামসুর রহমানের কাছে ইহার কোন খোঁজ নাই।

আল হামদু লিল্লাহ, আমার মুর্শিদ তাজুশ শরীয়াহ আল্লামা আখতার রেজা খান সাহেব কিবলা এখনো পর্যন্ত হায়াতে রহিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে দীর্ঘায়ু করতঃ সমস্ত সুন্নী জগতকে তাঁহারই ছায়াতে আশ্রয় দিয়া থাকেন। হে আমার সুন্নী মুসলমান! হয় তো আপনারা সবাই খোঁজ রাখেন নাই যে, কে সেই আখতার রেজা খান! ইনি হইতেছেন আ'লা হজরত ইমাম আহমাদ রেজা খানের খান্দান। বর্তমানে ইনি হইলেন হিন্দুস্তানের কাজীউল কুজাত ও মুফতীয়ে আ'যম। খুব বেশি আগের কথা নয়। এখনো এক বৎসর হয় নাই। গত ২০১৩ সালের ১০ই জুন সোমবার দিন দুনিয়া দেখিয়াছে আল্লামা আখতার রেজা খান আযহারী সাহেব কিবলাকে যে, সৌদী সরকার মহা সম্মান প্রদর্শন করতঃ পবিত্র কাবা শরীফের মধ্যে প্রবেশ করিতে অনুমতি দিয়াছে। কেবল আখতার রেজা খানকে নয়, বরং আরো একজন জগত বিখ্যাত বেরেলবী আলেম হজরত মাওলানা কামরুদ্দীন আ'যমী সাহেবকে কাবা শরীফের ভিতরে প্রবেশ করিবার অনুমতি দিয়াছে। সেই দৃশ্য এখনো দুনিয়ার সামনে ধরা রহিয়াছে -

সুন্নী মুসলমান! আপনারা কি খোঁজ রাখিয়াছেন যে, কেন মুজাহিদে মিল্লাতকে ওহাবী বর্বরেরা বেইজ্জত করিয়াছিল? তাঁহার অপরাধটি বেঈমান শামসুর রহমানের কলমে দেখিয়া নিন - প্রথম কারণ হইল ওহাবীদের পিছনে নামাজ না পড়া। দ্বিতীয় কারণ হইল নবী ও রসূলগনের অসীলা অবলম্বন করিবার আকীদাহ বা ধারণা রাখা। (১৩৯ পৃষ্ঠা) পাঠক! দেখিলেন তো মুজাহিদে মিল্লাতের অপরাধটি কতো গুরুতর যে, তিনি হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের তথা রসূলগনের অসীলা অবলম্বন করিয়া থাকেন! হুজূর পাকের অসীলা অবলম্বন করাকে যাহারা অবৈধ বলিয়া থাকে তাহারা তো মুসলমান নয়। যেহেতু বর্তমানে আরব শরীফের ওহাবী ইমামগণ আল্লাহর রসূলের অসীলা অবলম্বন করা অবৈধ বলিয়া থাকে। এই কারণে মুজাহিদে মিল্লাত তাহাদের পিছনে নামাজ পড়িয়া ছিলেন না এবং হাজার হাজার সুন্নী তাহাদের পিছনে নামাজ পড়িয়া থাকেন না। শামসুর রহমান! আমি তো মনে করিয়া থাকি আপনি একজন বেঈমান। তবে আপনি যদি নিজেকে ধারণা করিয়া থাকেন মুসলমান, তাহা হইলে মানুষের সম্মুখে প্রকাশ্যে বলিবেন হুজূর পাকের অসীলা অবলম্বন করা হারাম।

মিলাদ ও ক্বিয়াম

এই ২৪ পৃষ্ঠার পুস্তিকাটি প্রণয়ন করিয়াছেন - মহঃ শওকত আহম্মদ মাজাহেরী বর্ধমানী। পুস্তিকাটি একেবারে বেজান। এই প্রকার পুস্তিকার উপরে কিছু লিখিতে যাওয়াই হইল সময়ের অপচয় করা মাত্র। তবুও সামান্য সময় ব্যয় না করিলে অনেকের বাহবা থাকিয়া যাইবে। মীলাদ ও কিয়াম সম্পর্কে আমার লেখা - 'তাবলিগী জামায়াতের অবদান' এর মধ্যে যে আলোচনা করিয়া দিয়াছি তাহা আমার সুন্নী ভাইদের জন্য যথেষ্ট মনে করিতেছি।

লেখক ২২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন - "এখন এমন একটা অবস্থায় দাঁড়িয়েছে যে, কিয়াম না করলে মিলাদকে অচল মিলাদ বলা হচ্ছে। আমার নিজের ঘটনা বলছি - গলসী থানায় কোন আত্মীয়ের বাড়ীতে আমি ওয়াজ করে ছিলাম। দোওয়া করলাম। তারপর শুনতে পেলাম মেয়ে মহল থেকে কিচ্ছু হয় নাই। একে মিলাদ বলে ইত্যাদি।

pdf By Syed Mostafa Sakib

তারপর দেখা গেল একদিন পর নবাবহাটের দিক থেকে ১টা কাটমোল্লা এনে মিলাদ করিয়ে কেয়াম করিয়া জানে মনে শান্তি পেল এবং খবর পেলাম - বলল একেই বলে মিলাদ"।

যুগ যুগ থেকে মানুষের মুখে রহিয়াছে মীলাদ কিয়াম। নির্বোধ মৌলবী শওকত সাহেব মীলাদ খুঁজিয়া পাইয়াছেন কিন্তু কিয়াম খুঁজিয়া পান নাই। মীলাদ করিতে গিয়া বিনা কিয়ামে মীলাদ সমাপ্ত করিয়া দিয়া নিজে যে কাট মোল্লা হইবার পরিচয় দিয়াছেন তাহা শওকাত আহমাদের বুঝিবার বোধ থাকিলে নিশ্চয় কিয়ামকারী মৌলবীকে কাট মোল্লা বলিতেন না। সম্ভবতঃ আত্মীয়তার খাতিরে মেয়ে মহল থেকে ঝাঁটা ফিঁকিয়া দেয় নাই। যাহারা মীলাদ করিতে আসিয়া কিয়ামের বিরোধীতা করিয়া থাকে তাহাদের ঝাঁটা মারাই উচিত।

বেরেলীদের গোপন কথা

পুস্তিকাটি প্রণয়ন করিয়াছেন মুর্শিদাবাদ ডোমকল এলাকার এক নতুন দেওবন্দী মৌলবী - নিজামুদ্দীন বিশ্বাস কাসেমী। অল্প দিন হইয়াছে এলাকায়ী লোকেরা তাহাকে ধরিয়া রাণীনগর থানায় ভরিয়া ছিল যে, তুমি যাহা কিছু লিখিয়াছো প্রমাণ করিয়া দাও। থানায় কয়েকজন বেরেলবী মৌলবী সাহেব এবং নিজামুদ্দীনের পক্ষ নিয়া কয়েকজন দেওবন্দী মৌলবীও থানায় উপস্থিত হইয়া ছিল। মৌলবী সাহেব ইমাম আহমাদ রেজা খান বেরেলবীর সম্পর্কে এবং বেরেলবী জামায়াতের সম্পর্কে যে সমস্ত মিথ্যা ও নোংরামী কথা তাহার পুস্তিকার মধ্যে প্রকাশ করিয়াছেন সেগুলি অত্যন্ত দুঃখজনক ও লজ্জার বিষয়! যাইহোক, শেষ পর্যন্ত মৌলবী সাহেব থানায় দারোগা সাহেবের সামনে স্বীকার করিয়া বাহির হইয়াছেন যে, পুস্তিকাটি বিক্রয় করিবেন না এবং ভবিষ্যতে আর ছাপাইবেন না। তবে শয়তানের কাজ তো কোন সময়ে বন্ধ থাকে না। তাই নিজামুদ্দীনের পুস্তিকাগুলি ভিতরে ভিতরে দেওবন্দীদের হাতে হাতে তুলিয়া দেওয়া হইতেছে। দূরদূরান্ত থেকে তাহার পুস্তিকাগুলির সম্পর্কে আমার নিকটে প্রশ্ন চলিয়া আসিতেছে। এই কারণে আমি আমার একটি পুরাতন বিজ্ঞাপন এখানে উল্লেখ করিতেছি যাহাতে দেওবন্দী মৌলবীদের অনেক প্রশ্নের জবাব রহিয়াছে।

'দেওবন্দীদের অপ প্রচারে বিভ্রান্ত হইবেন না'

আমার সুন্নী ভাইগণ! নিশ্চয় আপনারা অবগত রহিয়াছেন যে, উলামায় দেওবন্দ কম বেশি একশত বৎসর থেকে নিজেদের কুফরী আকীদার কারণে কলঙ্ক হইয়া রহিয়াছেন। আজ পর্যন্ত সুন্নী মুসলমানেরা তাহাদের পশ্চাতে নামাজ পড়েন না। তাই তাহারা নিজেদের কলঙ্ক মুছিবার জন্য যখনই কোন চক্রান্ত করিয়াছেন তখনই উলামায় আহলে সুন্নাত তাহাদের চক্রান্ত ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন। মাত্র কয়েক দিন আগে কয়েক জন দেওবন্দী মৌলবীর প্রচার করা একটি বিজ্ঞাপন পাইয়াছি। বিজ্ঞাপনটির নাম "আপনি জানেন কি? ইমাম আহমাদ রেজা ও রেজবী মাজহাব কী ও কেন?" বিজ্ঞাপনের বক্তব্যে নতুনত্ব কিছুই নাই। কেবল পঞ্চাশ বৎসরের পুরাতন কথার পুনরাবৃত্তি মাত্র। তবে এই বিজ্ঞাপন যে আমার সুন্নী ভাইদের অন্তরে আঘাত হানিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রতিদিন ফোনের পর ফোন আসিতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রত্যেকের পরামর্শ যে, বিজ্ঞাপনটির উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন রহিয়াছে। তাই শত কাজ পিছনে রাখিয়া কলম ধরিতে বাধ্য হইয়াছি। কিন্তু আমার এই ক্ষুদ্র বিজ্ঞাপনে পূর্ণ জবাব দেওয়া সম্ভব নয়। অবশ্য আমার পত্রিকা 'ইমাম আহমাদ রেজা' প্রথম থেকে ষষ্ঠ সংখ্যা, 'সুন্নী কলম' পত্রিকার প্রথম থেকে তৃতীয় সংখ্যা ও 'সুন্নী জাগরণ' পত্রিকার প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা যাহাদের কাছে রহিয়াছে তাহারা যদি সেগুলি আর একবার পাঠ করেন, তাহলে দেওবন্দীদের বিজ্ঞাপনটি তুলাধূনা হইয়া যাইবে।

দেওবন্দীদের বিজ্ঞাপনে লেখা হইয়াছে - (ক) ইমাম আহমাদ রেজা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দালাল। কারণ, তিনি ভারতকে দারুল ইসলাম বলিয়াছেন। (খ) ইনি ছিলেন শীয়া

pdf By Syed Mostafa Sakib

মাজহাবের লোক (গ) তিনি বলেছেন - আমার কবরে নিম্নলিখিত খাবারগুলি পাঠাবে (ঘ) উলামায়ে দেওবন্দ তাহাদের কোন কিতাবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে বড় ভাই বলেননি (ঙ) রেজবীরা তাদের আলা হজরতকে কখনো খোদার আসনে ও কখনো নবীর আসনে বসিয়েছে (চ) রেজবী মাজহাবের বিখ্যাত কিতাব নাগমাতুর রূহ (ছ) রেজবীদের দৃষ্টিতে সকল মুসলমানই কাফের (জ) বেরেলীরা মুশরিক। এইবার আপনি ধারাবাহিক উত্তরগুলি দেখুন।

(ক) ইহা একটি অপবাদ মাত্র। আজ পর্যন্ত কেহ কোন দুশমনের কলমেও প্রমান করিতে পারে নাই। দারুল হরবে বা কাফেরদের দেশে মুসলমানদের থাকা হারাম। ইমাম আহমাদ রেজা ভারতকে দারুল ইসলাম প্রমাণ করিয়া মুসলমানদের ভারতে থাকিবার অধিকার করিয়া দিয়াছেন। আশরাফ আলী থানুবী বলিয়াছেন - দেশ আমাদের হাতে আসিলে আমরা ইংরেজদের আরামে রাখিব। কারণ, তাহারা আমাকে আরাম দিয়াছে। (ইফাদাতুল ইয়াউমিয়া খঃ ৪ পৃঃ ৬৯৭) বৃটিশ সরকার থানুবী সাহেবকে মাসে ছয় শত করিয়া টাকা দিত। (মুকালা মাতুস সাদরাইন ৯ পৃঃ) রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী বলিয়াছেন - আমি আসলেই বৃটিশ সরকারের অনুগত। সে আমার মালিক। (তাজকিরাতুর রশীদ খঃ ১ পৃঃ ৮০) এইবার বলুন! বৃটিশের দালাল কে ও কারা? (খ) থানুবী সাহেবকে ইহুদী বলা যেমন, ইমাম আহমাদ রেজাকে শীয়া বলা তেমন। কারণ, তিনি শীয়াদের বিরুদ্ধে ২০ র বেশি কিতাব লিখিয়াছেন। ইহার পরেও তাহাকে শীয়া বলা শয়তানের কাজ নয়? (গ) মিথ্যা বলাই দেওবন্দীদের চরিত্র। ইমাম আহমাদ রেজা বলিয়াছেন - এই জিনিষগুলি ফাতিহা করিয়া গরীব মিসকিনদের দিবে। কিন্তু থানুবী সাহেব আসীয়ত করিয়াছেন যে, আমার মরনের পর যদি কুড়ি জন মুরীদ মাসে একটি করিয়া টাকা দেয়, তাহলে আশাকরি আমার স্ত্রীর কষ্ট হইবে না। (তাম্বিহাতে আসীয়ত ২০ পঃ) (ঘ) বড় ভাই বলিয়াছেন কিনা দেখুন! তাকবীয়াতুল ঈমান ৪৮ পৃষ্ঠা, বারাহীনে কাতিহা ৭ পৃষ্ঠা (ঙ) নাউজু বিল্লাহি মিন জালিক। তবে দেওবন্দীরা থানুবীর নামে কালেমা ও দরূদ পড়িয়াছেন - আল্লাহুমা সাল্লি আলা সাইয়ে দিনা অ নবীয়েনা অ মাওলানা আশরাফ আলী। (আল ইমদাদ ৩৫ পৃঃ) উলামায় দেওবন্দ হুসাইন আহমাদ মাদানীকে খোদা বলিয়াছেন। (শায়খুল ইসলাম নাম্বার ৫৯ পৃঃ) কাসেম নানুতুবী একজন ফিরিশতা ছিলেন। (আরওয়াহে সালাসা ১৮৩ পৃষ্ঠা) তিনি যেন আল্লাহর কোলে বসিয়া আছেন। (মুবাশ্‌শারাতে দারুল উলুম দেওবন্দ ৬৩ পৃঃ) তিনি একজন প্রকৃত নবীর কবরে রহিয়াছেন। (৭০ পৃষ্ঠা) এইবার বলুন! খোদা ও নবীর আসনে কাহাকে কারা বসাইলেন এবং মুশরিক কাহারা? (চ) 'নাগমাতুর রূহ' একজন সাধারণ মানুষের লেখা একটি ছোট গজলের বই। সুন্নী উলামাগণ এই বইটি পুড়াইয়া দিতে বলিয়াছেন। (ছ) ইহা একটি শয়তানী কথা। বেরেলীগণ মুসলমানদের কাফের বলিবে কেন? দেওবন্দীদের অবস্থা দেখুন! হুসাইন আহমাদ মাদানী বলিয়াছেন - আমি আন্তরিকতার সহিত বলিতেছি - জামায়াতে ইসলামীরা জাহান্নামী দল। (শায়খুল ইসলাম নাম্বার ১৫৯ পৃঃ) মাদানী সাহেব কায়েদে আজম মোহাম্মাদ আলি জিন্নাকে কাফেরে আজম বলিয়াছেন। (খুতবাতে সাদারাত ৪৮ পৃঃ) থানুবী সাহেব স্যার সাইয়েদ আহমাদ খানকে নাস্তিক বলিয়াছেন। (ইফাদা তুল ইয়াউমিয়া ৬ খঃ ৯৮ পৃঃ) আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী স্যার সাইয়েদ আহমাদ ও শিবলী নোমানীকে কাফের এবং আবুল কালাম আজাদকে গোমরাহ বলিয়াছেন। (আল বায়ান মুক্বাদামায় মুশকি লাতুল কুরয়ান ৩২/৩৪ পৃঃ) উলামায় দেওবন্দ কাদিয়ানী সম্প্রদায়কে কাফের বলিয়াছেন। (আশাদ্দুল আযাব ১৩ পৃঃ) এইবার বলুন! উলামায় দেওবন্দ যে সমস্ত কারণে কাফের বলিয়াছেন সেই কারণে দেওবন্দীদের কাফের বলিবার অর্থ কী সমস্ত দুনিয়াকে কাফের বলা? (জ) মুশরিকদের পিছনে কি নামাজ পড়া জায়েজ? থানুবী সাহেবকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল - বেরেলবীদের পিছনে নামাজ পড়া কি জায়েজ হইবে? তিনি বলিয়াছেন, হ্যাঁ। আমরা তাহাদের কাফের বলি না, যদিও তাহারা আমাদের বলে। (মাজালিসুল হিকমত ২১৫ পৃঃ) এইবার বলুন! যাহারা বেরেলবী জামায়াতকে মুশরিক বলিয়া প্রচার করিয়াছেন তাহারা মুসলমান, না কাফের? যদিও থানুবী সাহেব বলিয়াছেন - আমি ফিরয়াউন ও হামানের থেকেও নিকৃষ্ট। (তালখীস আশরা ফুস সাওয়ানেহ ৪৩ পৃঃ) কিন্তু দেওবন্দীরা তাঁহার সম্পর্কে বলিয়াছেন - "আল্লাহর কসম থানুবী সাহেবের পা ধুইয়া পানি পান করা আখিরাতে নাজাতের কারণে। (তাজকিরাতুর

pdf By Syed Mostafa Sakib

রশীদ খঃ ১ পৃঃ ১১৩) এইবার বলুন! থানুবী সাহেবের কথা নিবেন - না দেওবন্দী চাপরাসীদের কথা নিবেন? - সব চাইতে দুঃখের বিষয় যে, হজরত আয়শা সিদ্দিকা রাদী আল্লাহু আনহার সম্পর্কে যে জঘন্ন কবিতাটি ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী রহমা তুল্লাহি আলাহির নামে শয়তানের শিষ্যরা প্রচার করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। ইমাম আহমাদ রেজা থানুবী, গাঙ্গুহী ও নানুতুবীর মত নোংরা মানুষ ছিলেন না। মাওলানা আবুল কালাম আজাদ এই শয়তানী কথা শুনিয়া সঙ্গে সঙ্গে বলিয়াছিলেন - ইহা অসম্ভব। মাওলানা আহমাদ রেজা একজন আশেকে রসুল ছিলেন। তাহার ব্যাপারে আমি কল্পনা করিতে পারি না যে, তাহার দ্বারা নবুওয়াতের অসম্মান হইবে। এ বিষয়ে আমার 'সুন্নী জাগরণ' পত্রিকায় বিস্তারিত বিবরণ পাইবেন, সেই সঙ্গে জানিতে পারিবেন হজরত আয়শা সিদ্দিকা রাদী আল্লাহু আনহার সম্পর্কে আশরাফ আলী থানুবীর নোংরামী চিত্র। - ইমাম আহমাদ রেজা বলিয়াছেন "যথা সাধ্য শরীয়তের ইত্তেবা ত্যাগ করিবে না এবং আমার দ্বীন ও মাযহাব যাহা আমার কিতাব থেকে প্রকাশ রহিয়াছে, ইহার উপর মজবুত হইয়া কায়েম থাকা সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ ফরজ"। এখানে আমার দ্বীন ও মাযহাব বলিতে আমার তৈরী করা বা রচিত দ্বীন ও মাযহাব নয়, বরং আলা হজরত বলিতে চাহিয়াছেন - আমি যে দ্বীন ও মাযহাবকে পছন্দ করিয়াছি এবং তাহা কুরয়ান ও হাদীস থেকে আমার কিতাব সমূহের মধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছি সেগুলির উপর কায়েম থাকা অতি জরুরী। আমার দ্বীন ও মাযহাব বলায় আপত্তি থাকিতে পারে না। কারণ, কবরে মুমিন বলিবে - আমার দ্বীন। আল্লাহ পাক কুরয়ানে বলিয়াছেন - তোমাদের দ্বীন। এইবার দেখুন! রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী কি বলিতেছেন - "শুনিয়া রাখ! হক উহাই যাহা রশীদ আহমাদের জবান দিয়া বাহির হইয়া থাকে এবং আমি কসম করিয়া বলিতেছি, আমি কিছু নয় কিন্তু বর্তমান যুগে হিদায়েত ও নাজাত আমার ইত্তেবার উপর নির্ভর করিতেছে"। (তাজকিরাতুর রশীদ খঃ ২ পৃঃ ১৭) দেখুন! কুরয়ান ও হাদীস পড়িয়া রহিল। গাঙ্গুহী সাহেবকে ইত্তেবা না করিলে হিদায়েত ও নাজাত পাওয়া যাইবে না। ইহার নাম দেওবন্দী ধর্ম!

গোলাম ছামদানী রেজবী
২৫/৯/২০০৫

সিহাহ্ সিত্তা সম্পর্কে প্রশ্নোত্তর

(১) আজকাল সাধারণ থেকে সাধারণ মানুষকে বলিতে শোনা যাইতেছে, 'সিহাহ্ সিত্তা' ছাড়া কোন কথা মানা যাইবে না। সিহাহ্ সিত্তা বলিতে কি?

উত্তর ঃ- বোখারী, মোসলেম, তিরমিজী, আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনো মাজা শরীফ; এই ছয়খানা কিতাবকে সিহাহ্ সিত্তা বলা হয়। এক কথায় ইহার অর্থ হইল হাদীসের ছয়টি সহী কিতাব।

(২) এই সিহাহ্ সিত্তার মধ্যে কি সমস্ত হাদীস সহী রহিয়াছে এবং এই কিতাবগুলি ছাড়া কি অন্য কোন কিতাবের হাদীস মানা যাইবে না?

উত্তর ঃ- সিহাহ্ সিত্তার মধ্যে সমস্ত হাদীস সহী নাই। অবশ্য হাদীসের অন্য কিতাবগুলির তুলনায় এই কিতাবগুলির মধ্যে সহী হাদীস বেশি রহিয়াছে এবং যঈফ হাদীস কম রহিয়াছে। হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের হাদীসের সঠিক সংখ্যা বর্ণনা করা কাহারো পক্ষে সম্ভব নয়। এক কথায় এই ছয়খানা কিতাবের বাহিরে হুজূর পাকের সমস্ত হাদীস রহিয়াছে। এই ছয়খানা কিতাবের বাহিরে কোন কিতাব মানিব না বলাই হইল একটি বড় ধরনের গোমরাহী। কারণ, এই কিতাবগুলি হইল বিদয়াত। হুজূর পাকের পবিত্র জাহিরী যুগে না এই কিতাবগুলি ছিল, না এই কিতাবগুলির লেখকগন ছিলেন। কেবল এই কিতাবগুলিই মানিতে হইবে, এমন কথা না আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন, না রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন। বর্তমানে গোমরাহ ওহাবী দেওবন্দী ও তথাকথিত আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের মানুষদের মুখে এই কথাগুলি শুনিতে পাওয়া যায়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(৩) এখন তো এক রকম সবার মুখে বলিতে শুনিতে পাওয়া যায় যে, এই ছয়খানা কিতাব হইল নির্ভুল, বিশেষ করিয়া বোখারী শরীফ। এই কিতাবগুলির মধ্যে যঈফ হাদীসের গন্ধ নাই। এই কথাগুলি কতদূর সত্য?

উত্তর ঃ-একমাত্র কোরয়ান পাকই হইল নির্ভূল কিতাব। সিহাহ্ সিত্তার মধ্যে কোন প্রকার ভুল নাই বলাই একটি ভুল কথা। এই ছয়খানা কিতাবের লেখকগন কখনোই এইরূপ দাবী করিয়া যান নাই। বোখারী থেকে আরম্ভ করিয়া সিহাহ্ সিত্তার প্রত্যেকটি কিতাবের মধ্যে কম বেশি ভুল ভ্রান্তি রহিয়াছে। অনুরূপ প্রত্যেক কিতাবের মধ্যে কমবেশি যঈফ হাদীস রহিয়াছে। ইবনো মাজা শরীফের মধ্যে প্রায় এক হাজারের মতো যঈফ হাদীস রহিয়াছে।

(৪) সিহাহ্ সিত্তার লেখকগণ সবাই কি এক যুগের মানুষ ছিলেন? এই ছয়খানা কিতাবের মধ্যে কোনটিতে কতখানা হাদীস রহিয়াছে?

উত্তর ঃ-ইমাম বোখারীর জন্ম ১৯৪ হিজরী এবং ইন্তেকাল ২৫৬ হিজরী। ইমাম মোসলেমের জন্ম ২০২ অথবা ২০৬ হিজরী এবং ইন্তেকাল ২৬১ হিজরী। ইমাম আবু দাউদের জন্ম ২০২ হিজরী এবং ইন্তেকাল ২৭৫ হিজরী। ইমাম ইবনো মাজার জন্ম ২০৯ হিজরী এবং ইন্তেকাল ২৭৩ হিজরী। ইমাম তিরমিজীর জন্ম ২০৯ হিজরী এবং ইন্তেকাল ২৭৯ হিজরী। ইমাম নাসায়ীর জন্ম ২১৫ এবং ইন্তেকাল ৩০৩ হিজরী।

বোখারী শরীফের মধ্যে সর্ব মোট হাদীস নয় হাজার বিরাশি এবং যেগুলি বারবার আসিয়াছে সেগুলি বাদ দিলে হাদীসের সংখ্যা হইবে দুই হাজার সাত শত একষট্টি।

মোসলেম শরীফের মধ্যে মোট হাদীস সংখ্যা চার হাজার। অবশ্য বারবার যে হাদীসগুলি আসিয়াছে সেগুলি ধরিলে কম বেশি আট হাজার হইয়া যাইবে।

আবু দাউদ শরীফের মধ্যে মোট হাদীস চার হাজার আট শত। ইহা ছাড়া আরো ছয় শত মোরসাল হাদীস রহিয়াছে।

ইবনো মাজা শরীফের মধ্যে মোট হাদীস চার হাজার।

তিরমিজী শরীফের মধ্যে মোট হাদীস তিন হাজার নয় শত ছাপান্ন।

(৫) সিহাহ্ সিত্তার লেখক মুকাল্লিদ ছিলেন, না গায়ের মুকাল্লিদ ছিলেন? হানাফীগন নামাজের মসলায় এই কিতাবগুলির প্রতি আমল করিতে পারিবে কিনা?

উত্তর ঃ- সিহাহ্ সিত্তার লেখকগন প্রত্যেকেই মুকাল্লিদ ছিলেন। অবশ্য কেহ হানাফী ছিলেন না। কেহ শাফয়ী ছিলেন, কেহ হাম্বালী ছিলেন, কেহ মালিকী ছিলেন। কিন্তু যেহেতু তাঁহারা কেহ হানাফী ছিলেন না। এই কারণে হানাফীগনের জন্য বিশেষ করিয়া নামাজের মসলায় এই কিতাবগুলির উপরে আমল করা নাজায়েজ হইবে। কারণ, এই কিতাবগুলিতে হানাফী মাযহাবের খেলাফ যে হাদীসগুলি রহিয়াছে সেগুলি মানসুখ - বাতিল হাদীস অর্থাৎ আমলের জন্য অযোগ্য।

ইমামের পশ্চাতে কিরাত পাঠ

বর্তমানে কিছু মানুষ চরম বিভ্রান্তির মধ্যে পড়িয়া গিয়াছে যে, ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা পাঠ না করিয়া আমরা ভুল করিতেছি কিনা! কিছু মানুষ সূরাহ ফাতিহা পাঠ করা শুরু করিয়া দিয়াছে। কিছু তরুণ যুবক, ডাক্তার ও মাষ্টার সাহেব নিজেদের আলেমদের তিরস্কার করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে যে, ইহারা আমাদিগকে যুগ যুগ থেকে ভুল পথে চালাইয়াছে। এই সব তরুণ যুবকের দল হইল গোমরাহ জাকির নায়েকের নতুন ফসল। এই সঙ্গে ফারাজী তথাকথিত আহলে হাদীসের লোকেরা নায়েক সাহেবকে খুব হাইলাইট করিয়া দেখাইতেছে যে, এই লোকটি হইল একজন সব জানতা।

খবরদার! হে হানাফী সুন্নী মুসলমান! গোমরাহদের গোমরাহীতে পড়িবেন না। অবিলম্বে তওবা করতঃ নিজেদের মাযহাবের উপরে অটল হইয়া দাঁড়াইয়া যান। জানিয়া রাখিবেন, ইমাম আবু হানীফা কোন ছোট মাপের মানুষ ছিলেন না। তিনি আল্লাহর রসূলের দ্বীনকে সর্বদিক দিয়া সারা বিশ্বের উপরে বাস্তবায়িত করিয়া গিয়াছেন। পৃথিবীতে যেখানে মুসলমান সেখানে তাঁহারই

pdf By Syed Mostafa Sakib

মাযহাব। তিনি দুনিয়ার সামনে বাতিলকে বর্জন করতঃ সঠিককে সামনে করিয়া দিয়া দিয়াছেন। হাদীস সহীহ্ হইলেই যে সেই হাদীসের উপরে আমল করিতে হইবে এমন কথা নয়। হুজূর পাকের সমস্ত হাদীসই সহীহ। কিন্তু কোন্‌টির প্রতি আমল করিতে হইবে এবং কোন্‌টির প্রতি আমল করিতে হইবে না তাহা নির্ণয় করা সাধারণ মানুষের কাজ নয়। এমন কি ইহা এই যুগের আলেমদেরও কাজ নয়। এই কঠিন কাজের সব চাইতে বড় নির্ণয়কারী ছিলেন ইমাম আবু হানীফা।

আরো একটি কথা স্মরন রাখিতে হইবে যে, সাহাবাদিগের কালে কোন হাদীস যঈফ ছিল না। হুজূর পাকের জবানের কথা যঈফ হইবে কেন? পরবর্তী কালে হাদীস সংগ্রহ করিবার মাধ্যমগুলির মধ্যে ত্রুটি বিচ্যুতি লক্ষ্য করিয়া মুহাদ্দিসগন কিছু কিছু হাদীসকে যঈফ বলিয়াছেন। ইহার অর্থ হইল যে, হাদীস যঈফ নয়, বরং সূত্রটি যঈফ। ইমাম আবু হানীফা এই সূত্রগুলিকে গুরুত্ব দেন নাই, বরং তিনি অনুসন্ধান করিয়াছেন যে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম কোন্ পর্যায়ে এই কথা বলিয়াছেন অথবা এই কাজ করিয়াছেন। এই ভাবে তিনি হুজূর পাকের স্থায়ী আমলের হাদীসগুলি নির্বাচন করিয়া উম্মাতে মোহাম্মাদীকে সেইগুলির উপরে আমল করিবার প্রেরণা প্রদান করিয়াছেন। এই প্রকারে তিনি চলকে চল ও অচলকে অচল করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন। জানিতে হইবে, যে হাদীস তিনি বর্জন করিয়াছেন সে হাদীস সহীহ্ হইলেও অবশ্য আমলের জন্য অযোগ্য। কারণ, এই হাদীসের উপরে হুজূর পাকের স্থায়ী আমল ছিল না।

এইবার আসুন! আসল কথায় যাইতেছি। ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা কিংবা অন্য কিরাত পাঠ করা কঠিন নাজায়েজ - গোনাহের কাজ। কারণ, ইহা হইল কোরয়ান ও হাদীসের খেলাফ।

(১) আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করিয়াছেন, যখন নামাজের মধ্যে কোরয়ান শরীফ পাঠ করা হইবে তখন তোমরা তাহা শ্রবন করিবে এবং নীরব থাকিবে। সূরাহ আ'রাফ, ২০৪ নং আয়াত।

আয়াত পাক থেকে পরিস্কার প্রমান হইতেছে যে, ইমামের কিরাত উচ্চস্বরে হইলে চুপ করিয়া শ্রবন করিতে হইবে এবং ইমামের কিরাত নীরবে হইলে নীরব থাকিতে হইবে। ইহা হইল কোরয়ানী নির্দেশ। সূরাহ ফাতিহা পাঠ করিলে এই নির্দেশের বিরুদ্ধাচারণ করা হইবে, যাহা হইল হারাম।

উল্লেখিত আয়াত পাক সম্পর্কে ইমাম মুজাহিদ বলিয়াছেন, হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম নামাজে কিরাত পাঠ করিতে ছিলেন। তিনি এক আনসারী যুবককে কিরাত পাঠ করিতে শুনিয়াছেন। অতঃপর বর্তমান আয়াত পাক অবতীর্ণ হইয়াছে। (বায়হাকী শরীফ) হজরত ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল বলিয়াছেন, উলামায় কিরামগণ এই কথার উপরে ঐক্যমত যে, এই আয়াত পাক নামাজের ক্ষেত্রে নাযিল হইয়াছে।

(২) হজরত আবু হুরাইরা রাদী আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন - যাহার ইমাম রহিয়াছে, ইমামের কিরাত হইল তাহার কিরাত। (দারু কুৎনী)

(৩) হজরত আনাস রাদী আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন - যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে কিরাত পাঠ করিবে তাহার মুখে আগুন ভরিয়া যাক। (ইবনো হিব্বান)

আল হামদু লিল্লাহ, আমি এমন কয়েক ডজন হাদীস দেখাইতে পারিবো যেগুলি থেকে ইমামের পশ্চাতে কিরাত পাঠ করা নাজায়েজ প্রমান হইয়া থাকে। এখন কি কেহ চাহিবে যে, কোরয়ানী নির্দেশকে অমান্য করিয়া, হুজূর পাকের হাদীসকে উপেক্ষা করিয়া, মুখের ভিতর আগুন ভরিয়া নিয়া ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা পাঠ করিবে? অবশ্য হাদীস পাকে রহিয়াছে, সূরাহ ফাতিহা পাঠ না করিলে নামাজ হইবে না।

এই জন্যই তো ইমাম মানিবার প্রয়োজন। দুইটি আয়াত পাক যদি পরস্পর বিরোধী হইয়া থাকে, তাহা হইলে কি করিতে হইবে? যদি দুইটি হাদীস পরস্পর বিরোধী হইয়া থাকে, তাহা হইলে কি করিতে হইবে? যদি কোন হাদীস কোরয়ান পাকের বিরোধী হইয়া থাকে, তাহা হইলে কি করিতে হইবে? প্রকাশ থাকে যে, ইমামের পশ্চাতে সূরাহ পাঠ করিলে কোরয়ান পাকের খেলাফ করা হইবে এবং কয়েক ডজন হাদীসের খেলাফ করা হইবে। ইমাম আবু

pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib

হানীফার দায়িত্ব ছিল যে, কোরয়ান ও হাদীসের মধ্যে এবং পরস্পর বিরোধী হাদীসগুলির মধ্যে এমনভাবে সামঞ্জস্য করিয়া দিবেন, যাহাতে সবগুলি যথাস্থানে সঠিক হইয়া থাকে। তাহা হইল এইরূপ যে, একা নামাজ পড়িলে সূরাহ ফাতিহা অবশ্যই পাঠ করিতে হইবে, অন্যথায় নামাজ হইবে না। ইমামের পিছনে নামাজ পড়িলে সূরাহ ফাতিহা অবশ্যই পাঠ করিতে হইবে না, তাহা হইলে কোরয়ান ও হাদীসের উপরে আমল হইয়া যাইবে। কারণ, ইমাম তো সূরাহ্ ফাতিহা পাঠ করিতেছেন। আল্লাহ তায়ালা বুঝিবার তাওফীক দিয়া থাকেন। নামাজের মসলায় ডজন ডজন হাদীস দেখিতে হইলে আমার লেখা পাঠ করিবেন - হাদীসের আলোকে হানাফী নামাজ।

আপনি আহলে হাদীস ?

লা হাউলা অলা কূওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ! আপনার ঘাড়ে শয়তানকে বসাইয়া নিয়াছেন? অন্যথায় নির্লজ্জের মতো নিজেকে আহলে হাদীস বলিয়া পরিচয় দিতেন না। পেশাব পায়খানা করিবার তো সিস্টেম জানা নাই। আবার আহলে হাদীস! জানিনা, লজ্জা শরম কোন্ বাজারে বিক্রয় করিয়াছেন! আমার উপরে রাগ না করিয়া সনদসহ মাত্র একটি হাদীস মুখস্ত বলিয়া দিন। অবশ্যই আপনি পারিবেন না। আপনি তো একজন জাহেল। জাহেল হইয়া আহলে হাদীস হইবার দাবী? লা হাউলা অলা কূওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ! আপনি তো ফেল হইয়া গিয়াছেন। আপনার আহলে হাদীস দাবীদার মৌলবীদের মধ্যে একজনকে খুঁজিয়া বাহির করিবেন, যে আপনাকে একশত হাদীস সনদসহ শুনাইয়া দিবে। এক হাজারের মধ্যে কয়জন পাশ করিবে দেখিয়া নিবেন। তবুও আহলে হাদীস? লা হাউলা অলা কূওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ!

আহলে হাদীস সেই সমস্ত মহা মনীষিগনকে বলা হইয়া থাকে যাহারা হাজার হাজার হাদীসের হাফিজ ছিলেন। এতদসত্ত্বেও তাঁহারা প্রত্যেকেই ছিলেন মুকাল্লিদ - কেহ হানাফী, কেহ শাফয়ী, কেহ মালিকী ও কেহ হাম্বালী। আপনার মতো কেহ বেঈমান গায়ের মুকাল্লিদ লামাযহাবী ছিলেন না। নির্লজ্জের মতো কথায় কথায় কখনো বোখারী, কখনো সিহাহ সিত্তার কথা বলিয়া থাকেন। সিহাহ্ সিত্তার লেখকগনই হইলেন প্রকৃত পক্ষে আহলে হাদীস। কারণ, তাঁহারা প্রত্যেকেই হাজার হাজার হাদীসের হাফিজ ছিলেন এবং সেই সঙ্গে ছিলেন কোন একটি মাযহাব অবলম্বী। আর আপনার সাত গোষ্ঠী সবাই আহলে হাদীস কিন্তু কাহার একটি হাদীস জানা নাই।

আমাদের দেশে যাহারা নিজদিগকে আহলে হাদীস বলিয়া দাবী করিতেছে ইহারা হইল ওহাবী। মোহাম্মাদ ইবনো আব্দুল ওহাব নজদীর দল। ইহারা বৃটিশ প্রিয়ডে অখণ্ড ভারতে আরব থেকে প্রবেশ করতঃ বৃটিশ সরকারের কাছে দরখাস্ত করিয়া নিজেদের আহলে হাদীস নাম নিয়াছে। প্রথমতঃ ইহারা নিজদিগকে মোহাম্মাদী বলিতো। আবার কখনো সালাফী বলিত। এখনো ইহাদের মধ্যে অনেকেই নিজদিগকে মোহাম্মাদী আবার অনেকেই নিজদিগকে সালাফী বলিয়া থাকে। এই সুবিধাবাদী সম্প্রদায় সব সময়ে হানাফী মাযহাবকে বিদয়াত ও হানাফীদিগকে বিদয়াতী বলিয়া থাকে। ইহারা না সাহাবাগণকে মানিয়া থাকে, না ইহারা আল্লাহর রসূলের প্রতি উচ্চ ধারণা রাখিয়া থাকে। এই সুবিধাবাদী সম্প্রদায় মাত্র আট রাকয়াত তারাবীহ পড়িয়া থাকে, জুময়ার নামাজে দুই আজানের বদলে এক আজান দিয়া থাকে, নামাজের পরে দোয়া করিবার ঘোর বিরোধী, তিন তালাককে এক তালাক বলিয়া সারা জীবন হারাম খাইয়া থাকে; এই প্রকার বহু কাজে ইহারা আমলী গোমরাহ। আজকাল অনেক হানাফী তিন তালাক দিয়া নিরুপায় হইয়া হারামী হইয়া যাইতেছে।

ফাতাওয়া বিভাগ

(১) মাওলানা আসীবুল শেখ, কালীপুর, মরারই এলাকা - বীরভূম। হুজূর! আমাদের গ্রামের সমস্ত মানুষ সুন্নী। এক মাষ্টার হঠাৎ নামাজে হাত ঝাড়া আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। তাহাকে মসজিদ থেকে বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহা

pdf By Syed Mostafa Sakib

কি ভুল হইয়াছে? গ্রামের সবাই তাহাকে বুঝাইয়াছেন কিন্তু সে কাহারো কথায় কর্ণপাত করিতে ছিল না।

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা হিদায়েতকারী। মাষ্টার সাহেব কোন গোমরাহ ব্যক্তির সঙ্গলাভে গোমরাহ হইয়াছে। মাষ্টার সাহেবকে কেবল মৌখিক না বুঝাইয়া রাফয়ে ইয়াদাইনা না করিবার কম করিয়া এক ডজন হাদীস পড়িয়া শুনাইয়া দিবেন এবং বুঝাইয়া দিবেন যে, রাফয়ে ইয়াদাইন করিবার হাদীসগুলি বাতিল হইয়া গিয়াছে। ইহার পরেও যদি রাফয়ে ইয়াদাইন করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকে বয়কট করা জরুরী। কারণ, মাষ্টার সাহেব যাহা করিতেছে তাহা হাদীসের উপরে আমল নয়, বরং ফিৎনা ছড়ানো হইতেছে। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(২) আসাদুল ইসলাম, রাণীতলা - মুর্শিদাবাদ। আমি একটি মসলা জানিতে চাহিতেছি। মুহার্রম মাসে নখ, চুল কাটা জায়েজ কিনা? দুই একজন বলিতেছে, জায়েজ নয়।

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। একমাত্র জিলহাজ মাসে যাহারা নিজের নামে কোরবানী করিবে কেবল তাহাদের জন্য কোরবানী করিবার আগে নখ, চুল না কাটা মুস্তাহাব মাত্র। মুহার্রম মাসে নখ, চুল কাটা নিষেধ, এমন কথা শরীয়তে নাই। যাহারা বলিতেছে নাজায়েজ তাহাদের কাছে দলীল চাহিতে হইবে। তবে শীয়াদের কাছে অনেক খিছু বাড়াবাড়ি রহিয়াছে। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(৩) শাহারবানু, বালুমাটি - মুর্শিদাবাদ। হুজূরের নিকট আমার একটি প্রশ্ন যে, আমার ছেলের বয়স বর্তমানে পাঁচ বৎসর। সে খুব দুর্বল হইয়া গিয়াছে। কারণ, অনেকদিন রোগে ভুগিয়াছে। এইজন্য এই মুহূর্তে তাহার খাতনা করা সম্ভব নয়। মনে করিতেছি দুই ছয় মাস পরে খাতনা করিবো। তখন কিন্তু তাহার বয়স ছয় বৎসরে পড়িয়া যাইবে। অনেকে বলিতেছে, জোড় বয়সে খাতনা করা জায়েজ নয়। ইহা কি ঠিক?

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। এইরূপ কথা শরীয়তে নাই। সুবিধামত যখন তখন করা যাইবে। জোড় বৎসরে করা যাইবে এবং বিজোড় বৎসরে করা যাইবে অর্থাৎ এক বৎসর বয়সে করা যাইবে, দুই বৎসর বয়সে করা যাইবে। পাঁচ বৎসরে করা যাইবে, ছয় বৎসরে করাও যাইবে। তবে যত শীঘ্র করা যায় তাহাই ভাল। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(৪) আব্দুল হাকিম, মহেশপুর - ঝাড়খণ্ড। এক ব্যক্তি তাহার স্ত্রীর সহিত ঝগড়ার সময়ে বলিয়াছে, তুমি আমাকে স্বামী মনে করিবে না এবং আমি তোমাকে স্ত্রী মনে করিব না। ইহাতে কি হইতে পারে? আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, সে তালাকের নিয়াতে কিছু বলে নাই। কেবল এই কথাটি বলিয়া দিয়াছে মাত্র।

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। ইহাতে কিছুই হইবে না। পূর্বের ন্যায় স্বামীস্ত্রী ঘর সংসার করিবে। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(৫) মাঈনুদ্দীন রেজবী, নলহাটি - বীরভূম। শিশুদের কবরে সওয়াল জওয়াব হইবে কিনা? একজন বলিতেছে, বাচ্চাদের সওয়াল জওয়াব হইবে কিন্তু সহজ করিয়া হইবে। বাচ্চাদের মা'সূম বলা যাইবে কিনা? বাচ্চা ও নবীগণ কি এক পর্যায়ের মা'সূম?

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। কয়েক শ্রেণীর মানুষের কবরে সওয়াল হইবে না। দুর্রে মুখতারের মধ্যে বলা হইয়াছে, আম্বিয়ায় কিরাম ও মুমিনদের বাচ্চাদের কবরে সওয়াল হইবে না কিন্তু ইমাম আবু হানীফা মুশরিকদের শিশুদের সম্পর্কে নীরবতা পালন করিয়াছেন। রদ্দুল মোহতারের মধ্যে বলা হইয়াছে আট শ্রেণীর মানুষের কবরে সওয়াল হইবে না। তন্মধ্যে শিশুরা এক শ্রেণী।

যেহেতু শিশুরা কোন প্রকার গোনাহের কাজ করিয়া থাকে না, এই কারণে তাহাদিগকে মা'সূম বলা হইয়া থাকে। তবে এই মা'সূম ও পয়গম্বরদিগের মা'সূমীয়াতের মধ্যে আসমান জমীনের পার্থক্য রহিয়াছে। পয়গম্বরগণকে আল্লাহ তায়ালা মা'সূম করিয়া পয়দা করিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(৬) আজীজুল ইসলাম (টি. আই. সি. ছয়ঘরী আলিয়া মাদ্রাসা) বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ। অজু করিবার পরে আয়না দেখিলে অজু ভঙ্গ হইয়া যাইবে কিনা? আমাদের এখানকার একজন ইমাম সাহেব বলিয়াছেন, অজু করিবার পরে আয়নায় মুখ দেখিলে অজু নষ্ট হইয়া যাইবে।

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। অজু ভঙ্গের অনেকগুলি কারণ বলা হইয়াছে। অজুর পরে আয়নায় মুখ

pdf By Syed Mostafa Sakib

দেখা সেই কারণগুলির মধ্যে নাই। ইমাম সাহেব একটি ভুল কথা বলিয়াছেন। তাহার নিকটে তাহার কথার স্বপক্ষে প্রমাণ চাহিতে হইবে। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(৭) আব্দুল কারীম, কালিয়াচক এলাকা - মালদহ। একটি মহিলার স্বামী বাংলাদেশ চলিয়া গিয়াছে। মহিলার কোন খোঁজ খবর নিয়া থাকে না। মহিলা অন্যত্রে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিতেছে। অন্যত্র বিবাহ করিতে পারিবে কিনা? আপনি একটি পরামর্শ দিয়া বাধিত করিবেন।

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। বিপদ! কি বিপদ! যেহেতু স্বামী বাংলাদেশে রহিয়াছে। তাহার মরিয়া যাওয়া সুনিশ্চিত নয়। সুতরাং বিনা তালাকে ও ইদ্দাত পালনে অন্যত্রে বিবাহ করা মহিলার জন্য হারাম হইবে। নিরুদ্দেশ ব্যক্তির মসলা হানাফী মাযহাবে খুবই কঠিন। কিন্তু কোন ফিৎনা নাই। ইমাম মালিকের মাযহাবে একটু হাল্কা ব্যবস্থা রহিয়াছে কিন্তু তাহাতে ফিৎনাও রহিয়াছে। ইমাম মালিকের নিকটে কাজীর দরবারে বিচার দিলে কাজী নিজের দায়িত্বে চার বৎসর খোঁজাখুঁজির পরে নিরুদ্দেশ ব্যক্তির মৃত্যু ঘোষণা করতঃ মহিলাকে অন্যত্রে বিবাহ করিবার অনুমতি দিয়া দিবেন। এইস্থলে ইমাম আবু হানীফার নিকটে মহিলাকে নব্বই বৎসর অপেক্ষা করিতে হইবে। বর্তমানে যেহেতু মানুষ নব্বই বৎসর বাঁচিতেছে না। এই কারণে নিরুদ্দেশ ব্যক্তির সমসাময়িক লোকজনেরা মরিয়া গেলে নিরুদ্দেশ ব্যক্তিকে মৃত্যু ঘোষণা করতঃ মহিলাকে অন্যত্র বিবাহ করিবার অনুমতি দেওয়া হইবে। যদিও কথাটি কঠিন মনে হইতেছে কিন্তু ইহার মধ্যে কোন ফিৎনা নাই। একজন মানুষের চার বৎসর পরে ফিরিয়া আসা আদৌ অসম্ভব নয়। যাইহোক, এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন রহিয়াছে। এখন আমার পরামর্শ হইল যে, আপনারা বেরেলী শরীফের দারুল ইফতায় ফতওয়া চাহিবেন। নিশ্চয় সেখান থেকে একটি সঠিক ব্যবস্থা পাইয়া যাইবেন। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(৮) আব্দুল অদূদ, হাজীগড় - বর্ধমান। হুজূর! মুহার্রমের তা'জিয়া বাহির করা ও মাতম করা শরীয়তে জায়েজ রহিয়াছে কিনা? কিছু সুন্নী তরুণ যুবকও এই কাজে অংশ গ্রহন করিতেছে।

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। বর্তমানে মুহার্রম উপলক্ষ্যে শীয়ারা ও শীয়াদের প্ররচনায় কিছু নাবুঝ সুন্নীরা যাহা কিছু করিতেছে সেগুলি নাজায়েজ - হারাম। সুন্নী উলামায় কিরামদিগের উচিত, এই সমস্ত বিদয়াত ও বেশারা কাজগুলি সমাজ থেকে উঠাইয়া দেওয়ার জন্য ব্যাপকভাবে চেষ্টা করা। যে সমস্ত সুন্নীরা এই অবৈধ কাজে এখনো পর্যন্ত লিপ্ত রহিয়াছে তাহাদের জন্য একান্ত উচিত যে, অবিলম্বে তওবা করতঃ এই গোমরাহী কাজগুলি থেকে বিরত থাকা। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(৯) মেহদী হাসান, গাড়ীঘাট মাদ্রাসার ছাত্র - মুর্শিদাবাদ। হুজূর! মুর্শিদাবাদ মাড়গ্রামের একটি জালসায় বলিয়াছি, মুহার্রমের মাতম করা, বুকে ছুরি মারা ইত্যাদি হারাম। ইহাতে গ্রামের কিছু মানুষ চরম অসন্তুষ্ট হইয়াছে। তাহারা বলিতেছে, কোন্ কিতাবে এইগুলি হারাম বলা হইয়াছে দেখাইতে হইবে। আমার বলা কি ভুল হইয়াছে?

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। না, আদৌ ভুল হয় নাই, বরং হারামকে হারাম বলা হইয়াছে। বর্তমানে মুহার্রম শরীফকে কেন্দ্র করিয়া যে সমস্ত কাজ হইতেছে তাহা অত্যন্ত দুঃখজনক। এই কাজগুলি শীয়াদের। কিছু সুন্নী না বুঝিয়া এই হারাম কাজে শরীক হইয়া থাকে। ফলে ওহাবী দেওবন্দীদের সুন্নীদের বিপক্ষে নাক উঁচু করিয়া কথা বলিবার সুযোগ হইয়া থাকে। মাসলাকে আ'লা হজরত আয়না অপেক্ষা পরিস্কার। কিন্তু কিছু নাদান সুন্নীদের দ্বারায় মাসলাকে আ'লা হজরত কালো হইতেছে। সুতরাং সুন্নীদের জন্য জরুরী যে, মাসলাকে আ'লা হজরতের উপরে কায়েম থাকা এবং শীয়াদের সমস্ত কাজ থেকে বিরত থাকা। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(১০) হুজূর! আমি একজন মাদ্রাসার ছাত্র। আমার বয়স তের। আমি ঈশার নামাজ পড়িয়া শয়ন করিয়াছি। আমার স্বপ্নদোষ হইয়া গিয়াছে। ফজরের পরে ঘুম ভাঙিয়াছে। ইহা হইল আমার জীবনের প্রথম স্বপ্নদোষ। আমার ঈশার নামাজ কাজা আদায় করিতে হইবে? আপনি কিতাবের হাওয়ালা দিয়া ফতওয়া দিবেন।

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। যেহেতু যখন তুমি ঈশার নামাজ পড়িয়া ছিলে তখন তোমার উপর ঈশার

pdf By Syed Mostafa Sakib

নামাজ ফরজ হইয়া ছিলো না। কারণ, তুমি নাবালেগ ছিলে। আবার যেহেতু ঈশার অয়াক্তের মধ্যে তুমি বালেগ হইয়া গিয়াছো, সেহেতু ঈশার নামাজের কাজা আদায় করিতে হইবে। (রদ্দুল মুহতারের সহিত দুর্রে মুখতার দ্বিতীয় খণ্ড ৭৬ পৃষ্ঠায় মসলাটি পাইবে) আল্লাহ তায়ালা তোমাকে দ্বীনের আলেম করিয়া থাকেন। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(১১) জামীল আখতার, চাঁচল - মালদহ। একটি মহিলা তিন মাসের গর্ভবতী। তাহার স্বামী তাহাকে তালাক দিয়াছে। এই তালাক হইবে কিনা? ইহার ইদ্দাত কখন থেকে পালন করিতে হইবে?

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। মহিলা যে কোন অবস্থায় থাকুক না কেন তালাক হইয়া যাইবে। কিছু সাধারণ মানুষের একটি ধারণা রহিয়াছে যে, মাসিকের অবস্থায় কিংবা পেটে বাচ্চা থাকিলে তালাক হইয়া থাকে না। ইহা একটি ভুল কথা। মহিলার স্বামী যদি এক তালাক কিংবা দুই তালাক দিয়া থাকে, তাহা হইলে মহিলার উপরে এক তালাক অথবা দুই তালাক হইয়া গিয়াছে। দুই তালাক পর্যন্ত মহিলাকে সঙ্গে সঙ্গে নেওয়ার অধিকার রহিয়াছে। যদি তিন তালাক দিয়া থাকে, তাহা হইলে তিন তালাক হইয়া গিয়াছে। বাচ্চা প্রসব হওয়া পর্যন্ত মহিলার ইদ্দাত। প্রসবের পরে সে অন্যত্রে বিবাহ করিতে পারিবে। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(১২) আবু যাফর, ক্যানিং - দক্ষিণ ২৪ পরগনা। আজকাল দেওবন্দী আলেম ও তালিবু ইল্মরা প্রায় সবাই একটি জাল টুপী পরিতেছে। ইহাদের দেখাদেখি ফুরফুরা পন্থী আলেম ও তালিবুল ইল্মরাও পরিতেছে। এই টুপী পরিধান করা কি জায়েজ হইবে?

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। বর্তমানে এই গোল নেট বা জাল টুপীটি দেওবন্দ থেকে চালু করিয়া দিয়াছে। এই টুপীটি সুন্নীদের জন্য পরিধান করা নাজায়েজ। বর্তমানে এই টুপীটি সুন্নী ও দেওবন্দীদের মধ্যে একটি আলামাত হইয়া গিয়াছে। ফুরফুরা পন্থীরা হইল আসলে দেওবন্দীদের শাখা। সুতরাং তাহারা দেওবন্দীদের অনুকরণ করিতে পারে। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(১৩) মাশীদুর রহমান, উত্তর লক্ষ্মীপুর - মালদহ। একটি মহিলার স্বামীর সহিত প্রায় কয়েক মাস থেকে সম্পর্ক নাই। মাত্র কয়েকদিন পূর্বে মহিলার তালাক হইয়া গিয়াছে। এখন দুই এক দিনের মধ্যে মহিলাকে বিবাহ দেওয়া যাইবে কিনা?

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। তালাকের দুই একদিন পরে মহিলাকে বিবাহ দেওয়া হারাম হইবে। তালাকের ইদ্দাত পালন করা অয়াজিব। তালাক হইবার পর থেকে তিনটি মাসিক অতিক্রম করিলে তবেই ইদ্দাত পালন হইবে। যে সমস্ত মহিলার মাসিক হইয়া থাকে না তাহাদের ইদ্দাত তিন মাস। তালাক প্রাপ্তার পেটে বাচ্চা থাকিলে প্রসব করিবার পূর্ব পর্যন্ত ইদ্দাত। ইদ্দাতের মধ্যে বিবাহ করা হারাম। এমনকি সরাসরি বিবাহের প্রস্তাব দেওয়াও হারাম হইবে। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(১৪) রফীক আলাম, মেটিয়াবুরুজ - কোলকাতা। একজন ফুরফুরা পন্থী আলেম কিছু লোকজনকে বুঝাইতেছে যে, কবরে ফুল চাদর দেওয়া শির্ক। জায়েজ হইলে আমাদের দাদা হুজূরের কবরে দেওয়া হইতো।

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। ফুরফুরা পন্থী যে আলেম কবরে ফুল চাদর দেওয়া শির্ক বলিয়াছে সে আসলে আলেম নয়, বরং একজন জাহেল ও যালেম। শির্কের সংজ্ঞাই জানে না। তাহাদের দাদা হুজূর কিছু করিলে তাহা জায়েজ হইবে এবং না করিলে নাজায়েজ হইবে এমন কথা শরীয়তে বলা হয় নাই। কেহ দুধ হজম করিতে না পারিলে দুধ হারাম হইয়া যাইবে এমন কথা নয়। কেহ ফুলের গন্ধ নিতে না পারিলে ফুল নাজায়েজ হইয়া যাইবে এমন কথাও নয়। ফুরফুরাবীরা তাহাদের দাদা হুজূরের মেজায সম্পর্কে ভালই অবগত রহিয়াছে যে, ফুলের গন্ধ ও চাদরের সৌন্দর্য তাহার সহ্য হইবে না, এইজন্য তাহারা ফুল চাদর দিয়া থাকে না এবং কেহ সেখানে ফুল চাদর নিয়া উপস্থিত হইয়াও থাকে না। তাই বলিয়া কবরে ফুল চাদর দেওয়া শির্ক হইবে বলা শরীয়তের উপরে হস্তক্ষেপ করা হইবে। কারণ, রদ্দুল মোহতার, আলামগিরী ও তাফসীরে রুহুল বাইয়ান ইত্যাদি কিতাবে ফুল চাদরের দলীল রহিয়াছে। আর আ'লা হজরত থেকে আরম্ভ করিয়া এ পর্যন্ত ডজনাধিক সুন্নী কিতাবে এইগুলিকে জায়েজ বলা হইয়াছে। শেষ কথা হইল যে, বেঅকূফ মৌলবীদের কথায় কান দিবেন না।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আল্লাহ্ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(১৫) সালাহুদ্দীন, বাগনান - হাওড়া। হুজূর! মুহার্রম উপলক্ষে আমার একটি প্রশ্ন। আমাদের এখানে প্রায় একশত বৎসর থেকে একটি দরগাহ রহিয়াছে। এখানে কাওয়ালী হইতো। বর্তমানে তাহা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এখন প্রতি মুহার্রমের প্রথম তারিখ থেকে প্রতিদিন ফাতিহা করা হইয়া থাকে। আটই মুহার্রমের দিন যে ফাতিহা ও নিয়াজ দেওয়া হইয়া থাকে সেটাকে আট মাতম বলা হইয়া থাকে। দশই মুহার্রম দরগার সামনে একটি চৌবাচ্চা করা রহিয়াছে। সেই চৌবাচ্চার উপরে চাদর চড়ানো হইয়া থাকে। সেখানে কিছু মাটির ঘোড়াও দেওয়া হইয়া থাকে এবং তা'জিয়া তৈরি করতঃ তা'জিয়াটি চৌবাচ্চার চারিদিকে তিনবার ঘোরানো হইয়া থাকে। এইগুলির সঙ্গে আরো কিছু কাজ হইয়া থাকে। তবে মুহার্রমের আগের রাতে মীলাদ মাহফিলের অনুষ্ঠান করা হইয়া থাকে। এখন শরীয়তের দৃষ্টিতে এই কাজগুলি কেমন হইতেছে জানিতে চাহিতেছি।

<u>উত্তর ঃ-</u> আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। আল্লাহ তায়ালা হক্ক মানিবার এবং নাহক্ক বর্জন করিবার তাওফীক দিয়া থাকেন। এককালে এই দেশে শীয়াদের রাজত্ব ছিল। সাধারণ মানুষের মধ্যে তাহাদের অনেক অবৈধ কাজের প্রভাব পড়িয়া রহিয়াছে। যেগুলি ধীরে ধীরে উঠিয়া যাইতে আরম্ভ হইয়াছে। দরগাহ বলিতে পীর ওলীদের আস্তানা। যেখানে যেখানে কোন বুজর্গ বসিয়া তরীকাত ও তাসাউফের কাজ করিতেন। এক কথায় দরগাহ হইল রূহানী খানকা। তবে অনেক খানকা মানুষ নিজেরা তৈরি করিয়া নিয়া সেখানে নিজেদের মন মতো বহু কাজ চালু করিয়াছে। এই খানকা ও এই প্রকার কাজগুলি অবশ্যই বাতিল। যাইহোক, প্রশ্নে যে সমস্ত কথা উল্লেখ করিয়াছেন সেগুলির মধ্যে ফাতিহা দেওয়া, মীলাদ কিয়ামের অনুষ্ঠান করা কেবল জায়েজ। বাকী কাজগুলি বর্জন করিয়া দেওয়া দরকার। অন্যথায় আপনারা সুন্নী হইয়া সুন্নীয়াতকে কলঙ্ক করিতেছেন বলিয়া প্রমান হইবে। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে মাসলাকে আ'লা হজরতের উপরে চলিবার তাওফীক দান করিয়া থাকেন। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(১৬) শহীদুল ইসলাম, আঙ্গুলদেখা - কুচবিহার। যাকাত ও উশুরের মাল মসজিদে দেওয়া যাইবে কিনা?

<u>উত্তর ঃ-</u> আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। যাকাত ও উশুরের মাল মসজিদে দেওয়া যাইবে না। কারণ, এই মালগুলি দান করিবার জন্য শর্ত হইল গরীব মিসকিনকে মালিক বানাইয়া দেওয়া। মসজিদ না কোন ভিখারী, না মসজিদের কোন মালিক রহিয়াছে। এই জন্য যাকাত ও উশুরের পয়সা সরাসরি মসজিদে দিলে যাকাত উশুর আদায় হইবে না।

(১৭) নুরুল ইসলাম, হরিশপুর - মালদহ। একটি বাচ্চা জিন্দা জন্ম গ্রহন করিবার সাথে সাথে মরিয়া গিয়াছে। ইহার জানাজা পড়িতে হইবে কিনা?

<u>উত্তর ঃ-</u> আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা. বাচ্চা সত্যিকারে যদি জীবিত জন্ম গ্রহন করতঃ মরিয়া যায়, তাহা হইলে তাহাকে নিয়ম মুতাবিক দাফন করিতে হইবে। বাচ্চার নাম রাখিতে হইবে, গোসল, কাফন, জানাজা ও দাফন সবই করিতে হইবে। যদিও বাচ্চাদের কবরে সওয়াল জবাব নাই তবুও আজান দিয়া দিবেন। ইহাতে আহলে সুন্নাতের একটি আলামাত চালু থাকিবে। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(১৮) নদীয়ার করিমপুর এলাকা থেকে আলী আ'যম বলিতেছি। একজন হানাফী হাজী হজ করিয়া আসিবার পর থেকে নামাজে না কান পর্যন্ত হাত উঠাইতেছে, না নাভীর নিচে হাত বাঁধিতেছে। জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেছে মক্কা মদীনার মানুষ ভুল করিতে পারে না। এই হাজীর পিছনে নামাজ হইবে কিনা?

<u>উত্তর ঃ-</u> আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। হাজী পাজী হইয়া গিয়াছে। অবিলম্বে হাজীকে তওবা করিতে হইবে। অন্যথায় তাহার পিছনে নামাজ হইবে না। মক্কা ও মদীনা শরীফের মানুষ এক কালে ভুল করিয়া কাবা শরীফের ভিতরে ঠাকুর রাখিয়া দিয়াছিল। বর্তমানে সেখানকার মানুষেরা ভুল করিয়া গোমরাহ্ মানুষদের কাবা শরীফের ইমাম করিয়া দিয়াছে। আল্লাহ তায়ালা যেমন যথা সময়ে কাবা শরীফকে সাফ করিয়া দিয়াছেন তেমনই যথাসময়ে কাবা শরীফের বর্তমান ওহাবী ইমামদের বিতাড়িত করিয়া দিবেন। খবরদার! মক্কা মুয়াজ্জামা ও মদীনা মুনাওয়ারা আমাদের দলীল নয়, কোরয়ান ও হাদীস আমাদের দলীল। হাদীসে কান পর্যন্ত

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাত উঠাইবার ও নাভীর নিচে হাত বাঁধিবার কথা রহিয়াছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে হইলে আমার লেখা নিম্নের বইগুলি পাঠ করিবেন - সুন্নী নামাজ শিক্ষা, হাদীসের আলোকে হানাফী নামাজ, সহী নামাজ শিক্ষা। আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা।

(১৯) ইসমাঈল রেজবী, মরারই - বীরভূম। হুজূর! আমি একটি মসজিদের ইমাম। এখানকার মানুষ মুহার্রমের নামাজ রোজা করিয়া থাকে কিন্তু খিচুড়ি করিয়া থাকে না। ইহাদের ধারনায় খিচুড়ি করা ঠিক নয়। মুহার্রমের খিচুড়ির ইতিহাস বলিয়া দিলে আমি ইহাদের বুঝাইয়া বলিব।

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। মুহার্রমের খিচুড়ি সম্পর্কে আমার 'নফল ও নিয়াত' এবং তাবলিগী জামায়াতের অবদান ইত্যাদি কিতাবগুলির মধ্যে আলোচনা করিয়া দিয়াছি। কারবালার শহীদগনের সঙ্গে খিচুড়ির কোন সম্পর্ক নাই। বরং ১০ই মুহার্রমের সহিত সম্পর্ক এবং ইহা হইল হজরত নূহ আলাইহিস সালামের সুন্নাত। দশই মুহার্রম তাঁহার নৌকা মাটি পাইয়াছিল। সেই দিনে তিনি খিচুড়ি করিয়া ছিলেন। সেই সময় থেকে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশে খিচুড়ি রান্না করিবার প্রচলন রহিয়াছে। তাফসীরে রূহুল বাইয়ান ও কালউবী কিতাবে ইহার বিবরণ রহিয়াছে। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(২০) শাহাবুল, ছয়ঘরী সরতলাপাড়া - মুর্শিদাবাদ। জোহরের নামাজ কাজা হইয়া গেলে সব নামাজ পড়িতে হইবে, না কিছু বাদ দিতে হইবে?

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। ফরজ ও অয়াজিব ছাড়া কোন নামাজের কাজা নাই। সুতরাং জোহরের নামাজ কাজা হইয়া গেলে কেবল চার রাকয়াত ফরজ আদায় করিতে হইবে। অনুরূপ বিতিরের নামাজ কাজা হইয়া গেলে আদায় করিতে হইবে। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(২১) আকবারুল কাদেরী, সাঁইথিয়া - বীরভূম। পোলট্রি মুরগীর ফাতিহা হইবে কিনা?

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। যেহেতু পোলট্রি মুরগী হালাল। সুতরাং ফাতিহা না হইবার কোন কারণ নাই। তবে সবাই খাইয়া থাকে না। এই কারণে যিনি ফাতিহা পড়িবেন তাহার একটু জিজ্ঞাসা করিয়া নেওয়া ভাল। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(২২) মোহাম্মাদ আলিফ, ছয়ঘরী - মুর্শিদাবাদ। আমরা দশই মুহার্রম গ্রাম থেকে চাঁদা আদায় করিয়া খিচুড়ি রান্না করতঃ ফাতিহা করিয়া সবার মধ্যে বিতরণ করিবার সিদ্ধান্ত নিয়াছি। ইহাতে কি কোন দোষ রহিয়াছে? অনেকে বলিতেছে, ইহা এযিদের কাজ।

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। উলামায় কিরাম বলিয়াছেন, হজরত নূহ আলাইহিস সালাম নৌকা থেকে নামিয়া খিচুড়ি করিয়া ছিলেন। ঘটনাক্রমে এই দিনটি ছিল দশই মুহার্রম। সুতরাং এই খিচুড়ির সহিত শুহাদায়ে কারবালার কোন সম্পর্ক নাই। ইমাম হোসাইনের শহীদ হইবার পরে এযীদের বাহিনী খিচুড়ি করিয়া খাইয়া ছিল বলিয়া কোন বর্ণনা নাই। বরং খিচুড়ি রান্না করা হজরত নুহের সুন্নাত। এই সুন্নাতের স্মৃতি বজায় রাখা সওয়াবের কাজ হইবে। সারা গ্রামবাসী যৌথভাবে খিচুড়ি রান্না করিয়া নিজেদের মধ্যে বন্টন করিলে খুবই ভাল কাজ হইবে। ইহাতে একদিকে হজরত নূহের সুন্নাত জিন্দা থাকিবে। অন্যদিকে নিজেদের মধ্যে মিল মুহাব্বাত থাকিবে। আবার ফাতিহার সওয়াব সমস্ত মুর্দাগন পাইবে। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(২৩) আব্দুর রশীদ, গার্ডেনরীচ - কোলকাতা। আমাদের মসজিদের একজন ফুরফুরা পন্থী ইমাম সাহেব চ্যালেঞ্জ করতঃ বলিয়াছে, কবরে ফুল চাদর দেওয়া শির্ক। যাহারা ফুল চাদর দিয়া থাকে, তাহারা জাহান্নামী। আমরা কয়েকজন তাহার এই কথা লিখিয়া দেওয়ার কথা বলিলে সে সরাসরি অস্বীকার করিয়াছে যে, আমি এইরূপ কথা বলি নাই। আমি এই মিথ্যাবাদী ইমামের পিছনে নামাজ পড়িয়া ঘুরাইয়া নিয়া থাকি। ইহা কি আমার ভুল হইতেছে?

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। ফুরফুরা পন্থী এই ইমাম বদ আকীদাহ গোমরাহ ও মিথ্যাবাদী। এই ইমামের পশ্চাতে নামাজ পড়া হারাম। ইহার পিছনে নামাজ পড়িয়া পুনরায় নামাজ পড়িয়া নিলেও গোনাহ্গার হইতে হইবে। কারণ, একজন গোমরাহকে সম্মান দেওয়া হইতেছে। অবিলম্বে মিথ্যাবাদী গোমরাহকে মসজিদ থেকে বাহির করিয়া দেওয়ার চেষ্টা করিতে হইবে। শয়তানের দল শির্কের

pdf By Syed Mostafa Sakib

সংজ্ঞা জানে না কিন্তু কথায় কথায় শির্ক বলিতে খুবই বাহাদুর। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(২৪) আমি মালদহের কালিয়াচক এলাকার একজন মহিলা বলিতেছি। যে মেয়ের সন্তান হইয়াছে তাহার কাছে যে মহিলাটি থাকিয়া সেবা করিয়া থাকে সেই মহিলার কি নামাজ মাফ রহিয়াছে? আমাদের এখানে এইরূপ ঘটিয়াছে। একজন মহিলা সতের দিন থেকে নামাজ পড়িতেছে না। যাহার সন্তান হইয়াছে সে নামাজ পড়িতেছে না এবং যে তাহার সেবা করিতেছে সেও পড়িতেছে না। কারণ, সে শিশুকে নাড়াচাড়া করিতেছে।

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। যে মহিলার সন্তান হইয়াছে তাহার যতদিন রক্তপাত হইবে ততদিন নামাজ রোজা ইত্যাদি করিতে পারিবে না। যদি দুই এক দিন পর রক্ত বন্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে নামাজ রোজা আরম্ভ করিয়া দিবে। রক্তপাত হইতে থাকিলে চল্লিশ দিন পর্যন্ত নামাজ রোজা মাফ। চল্লিশ দিনের পরেও যদি রক্ত ভাঙিয়া থাকে, তাহা হইলে নামাজ রোজা সব কিছু করিতে হইবে। কিন্তু যে মহিলা তাহার সেবাতে রহিয়াছে তাহার নামাজ রোজা একদিনও মাফ নাই। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(২৫) আবুল বাশার, নলহাটি - বীরভূম। জুময়ার খুতবায় হাতে লাঠি নেওয়া জায়েজ কিনা?

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। হাতে লাঠি নিয়া খুতবা দেওয়া জায়েজ। তবে আ'লা হজরত ইমাম আহমাদ রেজা খান বেরেলবী আলাইহির রহমাতু অর রিদওয়ান হাতে লাঠি না নেওয়া উত্তম বলিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(২৬) মাওলানা আব্দুল হাই, লালবাগ - মুর্শিদাবাদ। হুজূর! এক ব্যক্তি হজরত আইউব আলাইহিস সালামের সম্পর্কে বলিতেছে, আইউব ছিল একজন মিথ্যাবাদী। এইজন্য তাহার গায়ে পোকা হইয়া ছিল। আরো অন্য নবীগণের শানে খুব বেয়াদবী কথা বলিতেছে। শরীয়তে এই লোকটির হুকুম কি হইবে?

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। হাজার হাজার বার নাউজু বিল্লাহ! যে লোকটি হজরত আইউব আলাইহিস সালামের শানে এই ধরনের কথা বলিয়াছে সে সুনিশ্চত ভাবে কাফের হইয়া গিয়াছে। তাহাকে কতল করিয়া দেওয়া শরীয়তে কাজীর উপরে অয়াজিব। সমস্ত গ্রামবাসীর উপরে অয়াজিব যে, এই মুহূর্তেই লোকটিকে বয়কট করিয়া দিবে। তাহার সহিত সম্পর্ক রাখিয়া চলা হারাম। তাহার স্ত্রী তাহার সহিত কোন প্রকার সম্পর্ক রাখিয়া চলিলে হারাম হইবে। লোকটি তওবা করিলেও তাহাকে কতল করিয়া দেওয়া অয়াজিব থাকিবে। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(২৭) মঈনদ্দীন, শেখড়্ডা - বীরভূম। এক ব্যক্তি দুইদিন পূর্বে তাহার স্ত্রীকে ফোনে এক তালাক দিয়াছে। ফোনের মাধ্যমে দেওয়া তালাক হইবে কিনা? যদি তালাক হইয়া যায়, তাহা হইলে নেওয়ার ব্যবস্থা কি প্রকারে হইবে বলিয়া দিবেন।

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। তালাক দাতা যদি স্বীকার করিয়া থাকে যে, সে ফোনে তালাক দিয়াছে, তাহা হইলে অবশ্যই তালাক হইয়া যাইবে। তবে যেহেতু এক তালাক দিয়াছে, এই জন্য সে তাহার স্ত্রীকে তিনটি মাসিক অতিক্রম করিবার পূর্বে সরাসরি ফেরৎ নিতে পারিবে। তবে তিনটি মাসিক অতিক্রম হইয়া গেলে পুনরায় একটি নতুন মোহর ধার্য করিয়া বিবাহ করিতে হইবে। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(২৮) মাওলানা বাহরুল ইসলাম, কোলকাতা। আজ ৩০ শে জানুয়ারী, ২০১৪ কোলকাতায় তৃণমূলের একটি মিটিং রহিয়াছে। আমরা অনেক আলেম এই মিটিংয়ে যাইবো। আমাদের শ্লোগান এর একটি কাগজ দেওয়া হইয়াছে। সেই কাগজে লেখা রহিয়াছে - নারায়ে তাকবীর - আল্লাহু আকবার। মমতা ব্যানার্জী জিন্দাবাদ ইত্যাদি। আমরা আলেমগণ কি এই প্রকার শ্লোগান দিতে পারিবো?

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীক দাতা। ওহাবী দেওবন্দী তাবলিগী জামায়াত ও জামায়াতে ইসলামী ইত্যাদি বাতিল ফিরকাগুলির তাকবীর হইল কেবল 'নারায়ে তাকবীর - আল্লাহু আকবর'। এই তাকবীরটি হইল ঈমানের জন্য অসম্পূর্ণ তাকবীর। কারণ, একটি লোক যদি আল্লাহ তায়ালাকে মানিয়া কেবল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পাঠ করিয়া থাকে, তাহা হইলে সে মুসলমান হইবে না যতক্ষণ না সে 'মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ' না বলিয়া থাকে। সুতরাং 'মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ' এর তাকবীর হইল 'নারায়ে রিসালাত

pdf By Syed Mostafa Sakib

-ইয়া রসূলাল্লাহ। নিশ্চয় আপনারা সুন্নী আলেম, এই কারণে আপনারা নারায়ে তাকবীরের পরে নারায়ে রিসালাত এর তাকবীর অবশ্যই দিবেন। এইবার সরাসরি মমতা ব্যানার্জী জিন্দাবাদ না বলিয়া মমতা সরকার জিন্দাবাদ বলিবেন। সবচাইতে ভাল হয় এইরূপ বলা - তৃণমূল সরকার - জিন্দাবাদ।

আপনারা আলেম মানুষ। আপনারা অবশ্যই অবগত রহিয়াছেন যে, ইসলামে নারীর নেতৃত্ব নাই। হাদীস পাকে বলা হইয়াছে, যখন নারীর নেতৃত্ব চলিয়া আসিবে তখন তোমাদের জন্য জমীনের পিঠ অপেক্ষা জমীনের পেট (কবর) হইবে ভাল। অর্থাৎ বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা মরিয়া যাওয়া হইবে মঙ্গল। ইসলাম না নারীকে নবূওয়াত দিয়াছে, না দিয়াছে রিসলাত। অনুরূপ না তাহাকে খিলাফাত দিয়াছে, না ইমামাত। কোন নারী না নবী হইয়াছে, না রসূল। অনুরূপ না খলীফা হইয়াছে, না কোন মসজিদের ইমাম। কিন্তু ভারত হইল সেকুলার বা ধর্ম নিরেপেক্ষ দেশ। এখানে পুরাপুরি ইসলাম নিয়া রাজনীতি করা যাইবে না। ভারত তো দূরের কথা বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে পুরাপুরি ইসলামিক রাজনীতি নাই। ভারত থেকে পাকিস্তান পর্যন্ত সব জায়গায় নারীর নেতৃত্ব সরকারীভাবে স্বীকৃত। তাই এই সমস্ত দেশে নারীরা প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং নারীর নেতৃত্ব মানিব না বলিয়া রাজনীতি সম্ভব নয়। তবে 'মমতা ব্যানার্জী জিন্দাবাদ' বলা যেমন জরুরী নয়, তেমন কেবল রাজনীতির খাতিরে বলা নাজায়েজ হারাম হইবে না। অবশ্য আলেম মানুষদের জন্য হুঁশিয়ার হইয়া পা ফেলিয়া চলা উচিত। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

খানকায় নাঈমীয়া

বীরভূম - দুবরাজপুর - ইসলামপুর

আল হামদু লিল্লাহ! আজ বাংলার মানুষের জন্য আনন্দের বিষয় যে, আমরা সাদরুল আফাজিল আল্লামা নাঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী রহমা তুল্লাহি আলাইহির খান্দানকে কাছে পাইতেছি। আ'লা হজরতের কানযুল ঈমানের সাথে সাদরুল আফাজিলের খাযাইনুল ইরফান সুন্নীদের ঘরে ঘরে রহিয়াছে। আবার তাঁহার খান্দানের কয়েকজন রত্ন রহিয়াছেন আমাদের মাঝখানে খানকায়ে নাঈমীয়াতে। এই খানকা বহুদিন থেকে বাংলার বুকে দ্বীনের কাজ করিয়া চলিয়াছে। প্রতি বৎসর ছয়, সাত ও আটই রজব এখানে উরূস শরীফ হইয়া থাকে। আপনারা সেখানে উপস্থিত হইয়া রূহানী ফায়েজ হাসেল করিতে পারেন।

রেজা দারুল ইফতা সোসাইটি

আল হামদু লিল্লাহ, এ পর্যন্ত শতাধিক আলেম সোসাইটির সদস্য পদ গ্রহন করিয়াছেন। ধারাবাহিক এই সমস্ত আলেম, মুফতী ও মুহাদ্দিসগনের নাম প্রকাশ করা হইবে।

(১) শায়খুল হাদীস, মুফতী মোজাহিদুল ক্বাদেরী (২) মুফতী আশরাফ রেজা নাঈমী (৩) মাওলানা ফিরোজ আলাম রেজবী (৪) মাওলানা আব্দুল মাতীন রেজবী (৫) হাফিজ আবু ত্বাহির রেজবী (৬) তাহকীক রেজা রেজবী (৭) আলামগীর ইসলাম (৮) আজীজুল ইসলাম রেজবী (৯) আব্দুল মা'বূদ (১০) সিরাজুল ইসলাম রেজবী (১১) হুমায়ূন কাবীর রেজবী (১২) আব্দুর রউফ রেজবী (১৩) শামসুল হুদা রেজবী (১৪) নুরুজ্জামান রেজবী (১৫) শরীফুল ইসলাম রেজবী (১৬) আবুল কালাম রেজবী (১৭) মনীরুল ইসলাম (১৮) আফজাল হোসাইন (১৯) আব্দুল কারীম (২০) বানী ইসরাঈল (২১) লুতফর রহমান (২২) সাজ্জাদ হোসাইন (২৩) আব্দুল গাফ্ফার (২৪) আফাজুদ্দীন (২৫) আলাউদ্দীন রেজবী (২৬) উসমান গনী কাদেরী (২৭) আব্দুল হাকিম (২৮) আব্দুল হাই রেজবী (২৯) ইন্তাজুল হক রেজবী (৩০) বাদশা আলাম রেজবী .....

PATRIKA

SUNNI JAGORAN

Editor : Muftie Azam e Bengal Shaikh Golam Samdani Razvi
Islampur College Road , Murshidabad (W.B) , Pin - 742304
E-mail : sunnijagoran@gmail.com

সু - সুপথ , সুচেষ্টার আশা,
ন - নবী , অলী গওসের পথের দিশা,
নি - নিজেকে ইসলামের কর্মে করতে রত,
জা - জাগরণ আনতে হবে মোরা রয়েছি যত ।
গ - গঠন করতে মোদের সুন্দর জীবন,
র - রটতে হবে সদা সুন্নী জাগরণ,
ন - নইলে অজ্ঞতা মোদের করবে হরণ ।

সম্পাদকের অন্যান্য প্রকাশিত

(১) 'মোসনাদে ইমাম আ'যম' এর বঙ্গানুবাদ
(২) আমজাদী তোহফাহ সুন্নী খুতবাহ
(৩) তাবলিগী জামায়াতের অবদান
(৪) তাবলিগী জামায়াতের গুপ্ত রহস্য
(৫) কুরানের বিশুদ্ধ অনুবাদ 'কানযুল ইমান'
(৬) মোহাম্মাদ নুরুল্লাহ আলাইহিস সালাম
(৭) সলাতে মোস্তফা বা সুন্নী নামাজ শিক্ষা
(৮) সলাতে মোস্তফা বা সহী নামাজ শিক্ষা
(৯) দুয়ায় মুস্তফা
(১০) ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী (জীবনী)
(১১) সেই মহানায়ক কে ?
(১২) কে সেই মুজাহিদে মিল্লাত ?
(১৩) 'জান্নাতী জেওর' এর বঙ্গানুবাদ (১ম খণ্ড)
(১৪) 'জান্নাতী জেওর' এর বঙ্গানুবাদ (২য় খণ্ড)
(১৫) 'আনওয়ারে শরীয়াত' এর বঙ্গানুবাদ
(১৬) মাসায়েলে কুরবানী
(১৭) হানিফী ভাইদের প্রতি এক কলম
(১৮) 'আল মিস্‌বাহুল জাদীদ' এর বঙ্গানুবাদ
(১৯) 'কাশফুল হিজাব' এর বঙ্গানুবাদ
(২০) সম্পাদকের তিন প্রসঙ্গ
(২১) সুন্নী কলম পত্রিকার তিনটি সংখ্যা
(২৩) তাম্বিহুল আওয়াম বর সালাতে অস্‌সালাম
(২৪) নফল ও নিয়্যাত
(২৫) দাফনের পূর্বাপর
(২৬) দাফনের পরে
(২৭) বালাকোটে কাল্পনিক কবর
(২৮) এশিয়া মহাদেশের ইমাম
(২৯) ইমাম আহমাদ রেজা ও আশরাফ আলী থানুবী
(৩০) মোসনাদে আবু হানীফা
(৩১) মক্কা ও মদীনার মুসাফীর

pdf By Syed Mostafa Sakib

মূল্য - ১২